CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
৩ থেকে ১৪ নভেম্বর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 12 November, 2020 ■ আগরতলা, ১২ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২৬ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## বিজয়োল্লাস

বিহার বিধানসভা নির্বাচন ও বিভিন্ন রাজ্যে উপনির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সমর্থকদের বিজয়োল্লাস। ছবি নিজস্ব।

## মধুপুরে দুই সন্তানের জননীকে ধর্ষণের চেষ্টা এলাকায় উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** বিশালগড় মহাকুমার মধুপুর থানা এলাকার কইয়াঢ়ে পা এলাকায় দুই সন্তানের জননীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছে এক লম্পট। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে মহিলার তরফ থেকে মধুপুর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত লম্পটকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় দুই সন্তানের জননী গরু খোঁজার জন্য গিয়েছিলেন।সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ মহিলার একাকিত্বের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক লম্পট তাকে ধরে শ্লীলতাহানি করে এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে। মহিলার চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। তখন সে পালিয়ে যায়।

মহিলা বিষয়টি স্থানীয় *লোকজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন*

# বিহারে ৭ লক্ষাধিক ভোট পড়েছে নোটায়

## ১২৫টি আসনে জয়ী এনডিএ, একক বৃহত্তম আরজেডি

**নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.)।।** বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জোর টক্কর বিজেপি- জেডিইউ এনডিএ জোটকে দিয়েছে তেজস্বী যাদব। যদিও রাজ্যের বৃহত্তম দল হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের কারণে ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে আর জে ডি। এরই মাঝে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো রাজ্যের সাত লাখের বেশি মানুষ নোটা (কোন প্রার্থীকে নয়) ভোট দিয়েছে।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে বিহারের ৭, ০৬, ২৫২ জন ভোটার নোটায় ভোট দিয়েছে। রাজ্যজুড়ে যত ভোট পড়েছে তার ১.৭ শতাংশ ভোট নোটায় পড়েছে। এবারের নির্বাচনে বিহারের ৭.৩ কোটি কোটি মানুষ ভোট। শতাংশের নিরিখে ভোট পড়েছে ৫৭.০৯ শতাংশ। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্বাচনের সময় নোটার ব্যবস্থা করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। যে সকল জনগণ মনে করেন যে তাদের উন্নয়নের জন্য কোনো রাজনৈতিক দলই কাজ করতে পারেনি তারা চাইলে অনায়াসে নোটায় নিজেদের ভোট দিতে পারেন।

রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি), কংগ্রেস ও বামেদের মহাজোটকে প্রত্যাখ্যান করল বিহার। ২৪৩-সদস্য বিশিষ্ট বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ১২৫টি আসনে জয়লাভ করল এনডিএ। ১২৫টির মধ্যে বিজেপি জয়লাভ করেছে ৭৪টি আসনে, জনতা দল (ইউনাইটেড) জয়ী হয়েছে ৪৩টি আসনে, বিকাশশীল ইনসান পার্টির ঝুলিতে চারটি আসন এবং হিন্দুস্তানী আওয়াম মোর্চা জয়লাভ করেছে চারটি আসনে। এনডিএ-বিরোধী মহাজোট জয়লাভ করেছে ১১০টি আসনে। আরজেডি জয়ী হয়েছে ৭৫টি আসনে, কংগ্রেস ১৯টি আসনে এবং বামেদের ঝুলিতে ১৬টি আসন। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল অল ইন্ডিয়া মজলিস-এ-ইত্তেহাদউল-মুসলিমীন (এইএমআইএ) জয়লাভ করেছে পাঁচটি আসনে, মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি জয়ী হয়েছে একটি আসনে, চিরাগ পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি জয়ী হয়েছে একটি আসনে এবং নির্দল প্রার্থীর ঝুলিতে একটি আসন।

বিহারে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল তেজস্বী যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল। বিহারে এনডিএ জয়লাভ করলেও, একক বৃহত্তম দল হিসেবে বিজেপিকে একটি আসনে পিছনে ফেলে দিয়েছে তেজস্বীর দল। আরও তলানিতে গিয়ে থেকেছে কংগ্রেস। ২৪৩-সদস্য বিশিষ্ট বিহারে জয়লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল ১২২টি *☛ ৬ এর পাতায় দেখুন*

# করোনা ঃ রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যায় দ্বিগুণ হতে প্রয়োজন ২৪০ দিন, অনুমান কেন্দ্রের

**আগরতলা, ১১ নভেম্বর (হি.স.)।।** সংক্রমণের প্রবণতা অনুযায়ী ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হতে সময়ের প্রয়োজন ২৪০ দিন। সে মোতাবেক উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মণিপুর, মিজোরাম এবং মেঘালয়ের তুলনায় যথেষ্ট ভালো অবস্থানে রয়েছে ত্রিপুরা, ভার্চুয়াল বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হর্ষবর্ধনের পাশে থেকে অনুমান করে এমনটাই দাবি করেছেন এনসিডিসি-র অধিকর্তা ডঃ সুজিত কুমার সিং। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর দাবি, ১০টি ভারতের রাজ্যে মোট আক্রান্তের ৬০ শতাংশ সক্রিয় করোনা সংক্রমিত রয়েছেন।

আজ বুধবার ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয়, মণিপুর, গোয়া, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরাখণ্ডের সাথে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে আলোচনা করেছেন। এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুসারে মহারাষ্ট্র, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, রাজস্থান, হরিয়ানা, অসম, পঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশে দেশের মোট আক্রান্তের ৬০ শতাংশ সক্রিয় করোনা সংক্রমিত রয়েছেন। কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুসারে মহারাষ্ট্রে ১,০৭,৩৫৮ জন শতাংশের হিসাবে ২০.৬২, কেরালায় ৮৪,২০৩ জন শতাংশের হিসাবে ১৬.১৭, পশ্চিমবঙ্গে ৩৫,৯৫৩ জন শতাংশের হিসাবে ৬.৯০, অন্ধ্রপ্রদেশে ২১,৮৭৮ জন শতাংশের হিসাবে ৪.২০, তেলেঙ্গানায় ১৯,২৭২ জন শতাংশের হিসাবে ৩.৭০, রাজস্থানে ১৬,৩০১ জন শতাংশের হিসাবে ৩.১৩, হরিয়ানায় ১৪,৬৪৪ জন শতাংশের হিসাবে ২.৮১, অসমে ৭, ৬৬২ জন শতাংশের হিসাবে ১.৪৭, পঞ্জাবে ৪,৬২১ জন শতাংশের হিসাবে ০.৮৯ এবং হিমাচল প্রদেশে ৩,৬৬৮ জন শতাংশের হিসাবে ০.৭০ সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন।

এদিন ভার্চুয়াল বৈঠকে *☛ ৬ এর পাতায় দেখুন*

## সাব্রুমে দায়ের কোপে আশঙ্কাজনক এক ব্যক্তি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১১ নভেম্বর।।** দায়ের কোপে আহত একজন। ঘটনা সাব্রুমের মনু বাজার থানার নবগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। নিজেদের মধ্যে কলহের জেরে এক ব্যক্তির দায়ের কোপে গুরুতর আহত হয়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে।

জানা গেছে নবগ্রাম এলাকার যুবক উৎপল সরকার, বয়স ৩০ নামে যুবকের গলায় দিয়ে কোপ বসায় একই এলাকার পরেশ সরকার নামে এক ব্যক্তি। এই ঘটনার খবর পেয়ে রাতে মনু বাজার থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে গুরুতর আহত যুবককে উদ্ধার করে মনু বাজার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। তার আঘাত গুরুতর হওয়াতে তাকে জীবিতে রেফার করা হয় তার অবস্থা সঙ্কটজনক বলে খবর।

## কাঞ্চনপুরে গ্রেপ্তার দুই নেশা কারবারী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরের মালাকার বস্তি এলাকা থেকে দুই নেশা কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। যে তাদের মধ্যে একজন পানিসাগর এর ডিএম অফিসের ক্লার্ক। তার নাম সনদ চাকমা। তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে কাঞ্চনপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিক্রম শুক্লাদাস সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পানিসাগর অ্যাপসডিএম অফিসের ক্লার্ক সনদচাকমাসহ দুজনকে হেরোইনসহ কাঞ্চনপুরের মালাকার বস্তি থেকে আটক করেছেন।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরেই *☛ ৬ এর পাতায় দেখুন*

## রাজ্যের ৩৩.৯৮ শতাংশ সাধারণ মানুষের দেহে এন্টিবডির সন্ধান মিলেছেঃ শিক্ষামন্ত্রী

**আগরতলা, ১১ নভেম্বর (হি. স.)।।** করোনা মোকাবিলায় এন্টিবডির সন্ধানে সেরো সার্ভে-তে ত্রিপুরায় গড়ে ৩৩.৯৮ শতাংশ সাধারণ মানুষের দেহে এন্টিবডি পাওয়া গেছে। তাতে, পশ্চিম জেলায় সবচেয়ে বেশি ৪১.৭৬ শতাংশের দেহে এন্টিবডি পাওয়া গেছে।

করোনা মোকাবিলায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানব দেহে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা। সে মোতাবেক গত ১৫ অক্টোবর থেকে ১৭ অক্টোবর ত্রিপুরায় সেরো সার্ভে চালানো হয়েছিল। মানবদেহে এন্টিবডির সন্ধানেই ওই সার্ভে চালানো হয়েছিল। আজ শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় ৪৭৭৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৩.৯৮ শতাংশ সাধারণ মানুষের দেহে এন্টিবডি পাওয়া গেছে।

এদিন জেলাভিত্তিক হিসেবে তুলে ধরে তিনি জানান, পশ্চিম জেলায় ১২৩৮ জনের নমুনায় ৪১.৭৬ শতাংশ, সিপাহীজলা জেলায় ৪৮০ জনের নমুনায় ৪১.৪০ শতাংশ, গোমতী জেলায় ৫১৬ জনের নমুনায় ৪০.৫০ শতাংশ, খোয়াই জেলায় *☛ ৬ এর পাতায় দেখুন*

# ৩৯৭০ জন শিক্ষক নিয়োগে রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন

**আগরতলা, ১১ নভেম্বর (হি. স.)।।** ত্রিপুরায় শিক্ষক পদে ৩৯৭০ জনকে নিয়োগে মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৬৭৫ জন-কে ডিসেম্বর শেষ সপ্তাহ কিংবা জানুয়ারি মাসের মধ্যে নিয়োগ দেওয়া হবে। কারণ, তাঁরা ইতিমধ্যে টেট উত্তীর্ন হয়ে চাকুরী প্রত্যাশীর অপেক্ষমান তালিকায় রয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

**এখনই নিযুক্তি দেওয়া হবে ১৬৭৫ জনকে**

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গতকাল ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার জরুরীভিত্তিক বৈঠক হয়েছে। তাতে, শিক্ষা দফতরের প্রস্তাবে ৩৯৭০ জন শিক্ষক পদে নিয়োগে মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। তিনি জানান, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী-র জন্য স্নাতকোত্তর শিক্ষক পদে ৬৫ জন, নবম ও দশম শ্রেণী-র জন্য স্নাতক শিক্ষক পদে ১৭৫ জন, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী-র জন্য স্নাতক শিক্ষক পদে ২০৫৫ জন এবং প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী-র জন্য ১৬৭৫ অস্নাতক শিক্ষক পদে নিয়োগে এ-মাসেই টিআরবিটি-র কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে।

তাঁর কথায়, এককালীন ছাড় পেয়ে অস্নাতক ৬৫০ জন এবং ১০২৫ জন স্নাতক শিক্ষক পদে মোট ১৬৭৫ জন টেট উত্তীর্ন চাকুরীর প্রত্যাশায় অপেক্ষমান তালিকায় রয়েছেন। তাঁদের *☛ ৬ এর পাতায় দেখুন*

## বিহার নির্বাচনে বিজেপি জোটের জয়, খুশির জোয়ারে ভাসল ত্রিপুরা

**আগরতলা, ১১ নভেম্বর (হি.স.)।।** বিহার নির্বাচন এবং অন্য ১১টি রাজ্যে উপ-নির্বাচনের ফলাফলে আবারও প্রমাণিত হয়েছে সারা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরই আস্থা রয়েছে। আজ বুধবার আগরতলার বিজয় মিছিল শুরু করার আগে এভাবেই উচ্ছাস প্রকাশ করেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত। বিহারে বিজেপি জোটের মহা বিজয়ে ত্রিপুরায় শাসক সমর্থিতরা খুশির জোয়ারে ভেসেছেন। সুবিশাল মিছিল থেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে, ওই জয় আগামীতে ত্রিপুরায় পুর এবং এডিসি নির্বাচনে বিজেপির বিজয় সুনিশ্চিত করবে। এদিন সারা ত্রিপুরায় বিভিন্ন মণ্ডলে বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে।

পাপিয়া দত্ত বলেন, সারা দেশ আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আস্থা প্রদর্শন করছে। তার প্রমাণ বিহার নির্বাচনে বুথ ফেরত সমীক্ষা ভুল প্রমাণিত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁর কথায়, বিহার নির্বাচন এবং ১১টি অন্য রাজ্যে উপ-নির্বাচনী ফলাফল সারা দেশের বিজেপি সমার্থকদের উজ্জীবিত করেছে। সমগ্র ত্রিপুরাবাসী এর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

এদিকে বিজেপির পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাপতি বলেন, বিহার নির্বাচনের ফলাফল পশ্চিমবঙ্গে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। সাথে *☛ ৬ এর পাতায় দেখুন*

# পাঁচটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের

## প্রত্যন্তে সরকারি প্রকল্পের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

**আগরতলা, ১১ নভেম্বর (হি.স.)।।** ত্রিপুরায় পাঁচটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই পাঁচটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে চারটি এডিসি এলাকায় রয়েছে। এদিকে, গোমতি জেলার প্রত্যন্ত এলাকার সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের খোঁজ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাঁচটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২৪ অ ৭ স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করা হবে।সেগুলি হল ধলাই জেলার জামথুম, পশ্চিম ত্রিপুরার হেজামারা, লেফুঙ্গা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার মনুঘাট ও রাধানগর পিএইচসি। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই পাঁচটির মধ্যে চারটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এডিসি এলাকার অন্তর্গত। সংশ্লিষ্ট পাঁচটি এলাকার মানুষ সপ্তাহে সাত দিন ২৪ ঘণ্টা উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। তাঁর দাবি, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে ত্রিপুরা সরকার বদ্ধপরিকর।

এদিকে, আজ চেলাগাংয়ে গ্রাম সমিতির সদস্যদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি। সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা যাতে আরও বেশি করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সে ব্যাপারে সদস্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আরেকটি টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি প্রকল্প অন্তিম ব্যক্তির কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া ত্রিপুরা সরকারের *☛ ৬ এর পাতায় দেখুন*

বন্ধন ব্যাঙ্ক

আপনাদের আস্থাই আমাদের শক্তি

সময় বদলে যায়, স্রোতের পরিবর্তন হয়। শুধু, যে শর্তহীন ভালোবাসা আপনারা দিয়েছেন ও যে বিশ্বাস আমাদের উপর রেখেছেন, তার কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই ভালোবাসা পাথেয় করেই এই অর্থবর্ষের আরো একটি ত্রৈমাসিক পেরিয়ে এলাম আমরা। এই কঠিন সময়েও আমরা যে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি এবং সার্বিক বৃদ্ধি লাভ করেছি, তার কারণ, আপনারা সবসময়ে আমাদের পাশে ছিলেন। তাই আজ আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। আপনাদের ভরসা ও বিশ্বাসই আমাদের এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা।

₹1,42,742 কোটি মোট ব্যবসা

₹66,128 কোটি আমানত

4,701 ব্যাঙ্কিং আউটলেটস

45,549 কর্মী

2.08 কোটি গ্রাহক

Data as on September 30, 2020

RBI never deals with individuals for savings account, current account, credit card, debit card etc.

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩৭ ◘ ১২ নভেম্বর ২০২০ ইং ◘ ২৬ কার্ত্তিক ◘ বৃহস্পিতবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

# শিক্ষিত সমাজ

বর্তমান শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা কোন দিক দিয়াই পেছনে পরিয়্যা নাই। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা আজও যেন নারীদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিতেছে। নারীদের যোগ্য মর্যাদা দেওয়্যা বর্তমান শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থাতেও লক্ষ্য করা যাইতেছে না। বর্তমান পরিসংখ্যানে যুগে যুগে বিশ্ব জুড়িয়া নারী অবদমনের সাক্ষ্যপ্রমাণ বহিতেছে। স্ব-অভিভাবকত্ব, সম্পত্তি, ভোটাধিকার থেকে উচ্চশিক্ষার অধিকারের অসম লড়াইয়ে বিশ্ব জুড়িয়া মেয়েদের শামিল হইতে হইয়াছে। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের মেয়েদের জন্মের অধিকারের যে লড়াই, তা সার্বিক ভাবে পৃথিবী জুড়িয়া পরিলক্ষিত হয় না।

এশিয়া মানবাধিকার কমিশনের ২০১৬-র কন্যাভ্রূণহত্যা বিষয়ক প্রতিবেদনে, ভারতের অবস্থান চিনের পরেই। গবেষণা বলছে, ভারতে কন্যাভ্রূণহত্যার মূল কারণগুলি সামাজিক, কেবল অর্থনৈতিক নয়। মুশকিল হইল, যে বিপন্নতা মূলত অর্থনৈতিক কারণে, অর্থনীতির উন্নতি সাধনের মাধ্যমে তার নিরাময়ের আশা থাকে। কিন্তু যে সমস্যার মূলে আজন্মলালিত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন, ঐতিহ্যের মর্যাদা নিয়ে তা এমন ভাবে সমাজবিশ্বাসে পরিণত হয়, তা থেকে মুক্তি দুরূহ। এ দেশে কন্যাভ্রূণহত্যা বিষয়ক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণাগুলি পুত্রসন্তানকে সম্পদ ও কন্যাসন্তানকে দায় হিসেবে গণ্য করিবার মানসিকতা দেখাইয়া

দেয়। যাহার কারণ লুকাইয়া আছে এ দেশে চলিয়া আসা নানা সমাজব্যবস্থায়। এমন একটি ব্যবস্থা হইল বিয়ের পর 'বাধ্যতামূলক ভাবে' মেয়েদের স্বামীর পরিবারে বা প্রচলিত কথায় শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার রীতি। 'বাধ্যতামূলক' শব্দটি উল্লেখের কারণ, আজ কর্মসূত্রে, উচ্চশিক্ষার্থে বা নানা কারণে বিপুল সংখ্যক দম্পতি ভিন্‌রাজ্যে বা দেশে বাস করিলেও বিয়ের পর মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে ওঠার রীতি বা বছরে এক বার বাড়ি ফিরিলেও বিবাহিত মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে থাকাই প্রচলিত। এমনকি একলা অশীতিপর, বিধবা বা বিপত্নীক মা-বাবার একমাত্র সন্তান হইলেও মেয়েদের শ্বশুরবাড়ির সংসারেই থাকিতে হয়। নিতান্ত আধুনিক শ্বশুরবাড়িতে উপরের বা নীচের তলার ফ্ল্যাটে বা পাশের পাড়ায় ঘর বাঁধতে হয়, সপ্তাহান্তে হাজিরা দিতে হয়। বিয়ের পর মেয়েদের এই বাধ্যতামূলক স্থানান্তরকরণের সমাজব্যবস্থা এক দিকে যেমন সংসারে মেয়েদের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হওয়ার পথে বাধা, অন্য দিকে তা মেয়েদের যথাযোগ্য আর্থ-সামাজিক মর্যাদা রক্ষারও অন্তরায়। কন্যাসন্তানের বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়িতে স্থানান্তরকরণ ঘটিলে, পদবি ও গোত্র পরিবর্তন হইলে, সে অন্য পরিবারেরই অংশে পরিণত হয়। তার সন্তানও সেই পরিবারেরই সদস্য, ধারক ও বাহক হয়। একই ভাবে সামাজিক রীতিনীতি, পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান সবই সে পালন করিতে থাকে শ্বশুরবাড়ির প্রতিনিধি হিসেবে। ফলত, পিতৃপরিবারের বংশরক্ষায় মেয়েদের ভূমিকা থাকে না। তাই বংশরক্ষার তাগিদে পুত্রসন্তান-আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। এই স্থানান্তরকরণ বৃদ্ধাবস্থায় মেয়েদের নিজেদের মা-বাবার দেখাশোনার বা দায়িত্ব নেওয়ারও পরিপন্থী। শ্বশুরবাড়িতে থাকার ও সেই পরিবারেরই সদস্য হওয়ার ফলে, তাহাদের দেখাশোনা করাই মেয়েদের প্রাথমিক দায়িত্ব হইয়াওঠে, অবস্থানজনিত নৈকট্য তাহা সহজতর করে। ঠিক বিপরীত মেরুতে বিবাহিত পুরুষ বৃদ্ধাবস্থায় তাহার পরিবারের সহায় হইয়া উঠিতে সক্ষম হয়। তাই বয়সকালের নিরাপত্তাজনিত কারণ ও সন্তানকে সারা জীবন কাছে পাওয়ার বাসনা, পুত্রসন্তান-আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া তোলে।

তৃতীয় বিষয়টি যৌতুক প্রথা। বিয়ের পর মেয়ে যাতে শ্বশুরবাড়িতে সুখে থাকে ও শ্বশুরবাড়ির বোঝা না হয়, সে জন্য শুরু হওয়া এই যৌতুক ব্যবস্থা কন্যাভ্রূণহত্যার অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়ায়।বিয়ের পর মেয়েরা শ্বশুরবাড়িরই সদস্য পরিগণিত হওয়ার ফলে, এক দিকে যেমন কর্মরতা মেয়েটির উপার্জন তার শ্বশুরবাড়িরই অংশ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনই গৃহবধূ হইলে তাহার অবৈতনিক গার্হস্থ্শ্রমও শ্বশুরবাড়িরই কাজে আসে। ব্যাপারটা এমন, কন্যাসন্তান লালন-পালনের দায়িত্বটুকু তার পিতামাতার, কিন্তু তার বিনিময়ে যতটুকু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক সুরক্ষা ও সার্বিক সুখ, সবটাই তাহার শ্বশুর বাড়ির।

মানবসভ্যতার সার্বিক উত্তরণে উন্নত দেশগুলি এই পাকচক্র থেকে বেরিয়ে আসিতে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু দেশ সমাজব্যবস্থার ঐতিহ্যের তকমা এঁটে বয়ে চলে। এ দেশে শ্বশুরবাড়িকেই বিবাহিতা নারীর প্রকৃত বাসস্থান হিসেবে গণ্য করার বিষয়টিও তেমন। সময় ও অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভেবেই দেখিনি, বিবাহের পর নবদম্পতি হয়তো বা এই গতানুগতিকের বাইরে বেরিয়ে, যে পক্ষের পরিবারে প্রয়োজন বেশি সেই স্থানটিকে বাছিয়া নিতে পারে। অথবা আজকের দিনের উন্নত দেশগুলির মতো গড়িয়া তুলিতে পারে নিজের ঘর, নিজস্ব সংসার। তবে নিজস্ব সংসার গড়িতে গেলে চাই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, যার নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা হয় না এবং ব্যক্তিবিশেষে যা ভিন্ন। সে ক্ষেত্রে স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিকে সময় দিতে হইবে। ত্রিশ বছর বয়স হলেই আত্মীয় বা প্রতিবেশীর মেয়েটির কেন এখনও বিয়ে হল না, সেই পরচর্চা থেকে বিরত হতে হবে। তড়িঘড়ি করে শুধু সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মের প্রতি আনুগত্যে নয়, বিয়ের ভিত্তি হইতে হইবে সখ্যের, প্রেমের। এতে তরুণ-তরুণীর স্বনির্ভর হওয়ার তাগিদ তৈরি হইবে, বেকার ছেলেদের শুধু সম্পত্তির লোভে পিতৃগৃহে বাস করে, বৃদ্ধ পিতামাতার উপর অত্যাচারের ঘনঘটা কমিবে।এই পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তিগত ও সরকারি প্রচেষ্টা, দুই-ই প্রয়োজন। এক দিকে যেমন ব্যক্তি-মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি, অন্য দিকে সরকারি উদ্যোগকে শুধু নারীর সম অধিকার আইন বা 'বেটি বচাও, বেটি পঢ়াও' নীতিতে আটকে রাখিলে চলিবে না। নারীর অবক্ষয়ের সামাজিক কারণগুলিকে মূল স্তর থেকে বুঝিতে হইবে। কাজটি দেশের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকেই শুরু করিতে হইবে। গাছের গোড়া কাটিয়া জল ঢালিলে প্রকৃত সমস্যার সমাধান কোনদিনও হইবে না। সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তরিক হইতে হইবে।

## পানাগড় বাইপাসে ২ নং জাতীয় সড়ক যেন মরণফাঁদ

দুর্গাপুর, ১১ নভেম্বর(হি.স.): খানাখন্দে যেন মরণফাঁদ। জাতীয় সড়কের বেহাল সার্ভিস লেনে নাকাল সাধারন মানুষ। খবর পেয়ে দ্রুত সংস্কারের জন্য সড়ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছিলেন। সাংসদের চিঠি পেয়ে আশ্বাসও দিয়েছিল সড়ক কর্তৃপক্ষ। তারপরও পানাগড় বাইপাসে জাতীয় সড়ক যেন মরণফাঁদ। সার্ভিস লেন সংস্কারের কাজও বিশ বাঁও জলে।

প্রসঙ্গত, গত ছ"মাস ধরে ২ নং জাতীয় সড়কের পানাগড়ের সার্ভিস লেনগুলি বেহাল। ভেঙে পড়েছে সার্ভিস লেনগুলি। কোথায় পিচের স্তর উঠে গেছে। আবার কোথাও বড় বড় পাথর বেরিয়ে পড়েছে। এককথায় মরনফাঁদে পরিনত হয়েছে সার্ভিস লেনগুলি। জাতীয় সড়কের আসানসোলগামী লেনের ডিভিসি মোড়, মুচিপাড়া, রাজবাঁধ, বীরুডিহা এয়ারফোর্স গেট বাইপাস, পানাগড় গ্রাম আন্ডারপাস। একইরকম বর্ধমানগামী কাঁকসা হাজরাবেড়া, পানাগড় শিল্পতালুকের ম্যাট্রিক্স সারকারখানার সংলগ্ন আন্ডারপাস ভেঙে চৌচির। কোথাও বড় গর্ত, আবার কোথাও বড় বড় পাথর বেরিয়ে পড়েছে। আবার পানাগড় বাইপাসের বর্ধমানগামী মুল সড়কের লেন উচুনীচু ঢেউ খেলানো। আবার কোথাও গর্তে ভর্তি। যত্রতত্র বসে পড়েছে। বিপদ্দজনক অবস্থায় পানাগড় আরওবি সংলগ্ন এলাকায়। খানাখন্দে ভরা সড়কে প্রায় দিনই দুর্ঘটনার শিকার সাধারন মানুষ থেকে যান চালকরা। অতীতে সড়ক মজবুতের জন্য বোল্ডার দেওয়া হত। পরবর্তিকালে বালি প্যাকিং করা শুরু হয়। তারপর জাতীয় সড়কের ছয় লেন কাজে ছাই ভরাট করে করা হয়। আর তাতেই প্রশ্ন উঠেছে রাস্তার গুনগত মান নিয়ে। তাহলে কি ছাই ভরাটে সড়ক মজবুত ও টেকসই হল না?

# করোনা ঃ কাজের জগতে নিয়ে আসতে পারে হোটেলিং ব্যবস্থা

**ত্রিদিপরঞ্জন ভট্টাচার্য**

করোনা ভাইরাস এখন বিশ্বত্রাস। পণবন্দি দেশ, ঘরবন্দি মানুষ। গত ডিসেম্বরে চিনের উহানে ভাইরাসের দাপাদাপি শুরু হয়েছিল, চারমাস অতিক্রান্ত, কিন্তু এখন এই ভাইরাসের দাপট চিনের প্রাচীন পার হয়ে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। ত্রাসের শেষ কবে কেউ জানেনা। ল্যাবটরি, ল্যাবটারিতে চলছে ভাইরাসের প্রতিষেধক বের করবার গবেষণা। এখনও অধরা সেই প্রতিষেধক। করোনা ভাইরাসের ধাক্কায় সারা বিশ্বের অর্থনীতি টালমাটাল। বিশ্বের অর্থনীতি পড়তে চলেছে মন্দার কবলে। আর্থিক বৃদ্ধি নেমে আসতে পারে ১ থেকে ১.৫ শতাংশে। এতো গেল বিশ্ব অর্থনীতির কথা। আর করোনা ভাইরাসে আমাদের দেশের অর্থনীতি আরও ঝিমিয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা আর্থিক বৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়েই চলেছে। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ২০২০ -২১ এ ৫.৩ শতাংশে নেমে আসতে পারে বলে মুডিজ সম্প্রতি পূর্বাভাস দিয়েছে। নভেম্বরে পূর্বাভাস ছিল ৫.৪ শতাংশ।

দুনিয়া ডোড়া মলিন অর্থনীতির হাল ফেরাতে বিভিন্ন দেশে সরকার ও শীর্ষ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। আমাদের দেশে ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাস আমাদের অনেকটা চোখও খুলে দিয়েছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জাম নির্মাণ, বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ ও সেমি ডাক্তার ইত্যাদি বিষয়ে অন্য দেশের নির্ভরতা কোভিড ১৯ এর মতো আপৎকালীন বা বিবর্ণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পথে কতটা প্রতিবন্ধকতা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে শুরু করেছি। আর এই অসুবিধা উপলব্ধি করে ২১ মার্চ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বৈদ্যুতিন ও ওষুধ শিল্পের বিদেশি নির্বরতা (বিশেষভাবে চিনের ওপর) কমাতে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। দেরিতে হলেও ভালো।

ওষুধ শিল্পঃ বর্তমানে দেহে চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জামের প্রায় ৮৫ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। চিকিৎসা সরঞ্জামের বাজার ২০২১-২২ অর্থবর্ষে হবে প্রায় ৮৭ হাজার কোটি টাকার। এই প্রেক্ষাপটে নেওয়া হয়েছে ৩৪২০ কোটি টাকার চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জাম উৎপাদনে উৎসাভিত্তিক প্রকল্প। আগামী ৫ বছরে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এছাড়া ও ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জম পার্কের পরিকাঠামো, ক্যানসার চিকিৎসায় রেডিওথেরাপি সহ হৃদরোগে ব্যবহৃত সরঞ্জাম দেশে তৈরিতে ২৫ থেকে ৩০ টি সংস্থাকে সাহায্য করা হবে। সরকারের আশা, আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ৬৭,৪৩৭ কোটি টাকার চিকিৎসা সরঞ্জাম তৈরি হবে, আর অতিরিক্ত কর্মশংস্থান তৈরি হবে প্রায় ৩৪ হাজার। আর আমরা হব স্বাবলম্বী।

বৈদ্যুতিন সামগ্রীঃ আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২.৩ শতাংশ আসে বৈদ্যুতিন সামগ্রী নির্মাণ ক্ষেত্রে থেকে। করোনা ভাইরাসের চিন আক্রান্ত হবার পরে গাড়ি শিল্প, টেলিকম ক্ষেত্রে যন্ত্রাংশের অভাবে সংকটের মুকে। ধাক্কা লাগে আর্থিখ বৃদ্ধিতে। নির্ভরতার পিছু টানা থেকে শিক্ষা নিয়েই বৈদ্যুতিন যন্ত্রাংশ ও সেমি কন্ডাক্টর নির্মাণে উৎসাহ দিতে প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকার উৎসাহদায়ক ছাড় দেবার যোজনা নেওয়া হয়েছে। ৫ বছরের এই যোজনায় দু'লক্ষ সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। ২০১৮-১৯-এ বৈদ্যুতিন সামগ্রীর বাজার ছিল ১ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকার।

টেলিকম সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রতি বেশ কিছু আর্থিক ব্যবস্থা নেওয়া হযেছে হচ্ছে প্রতিকূল আর্থিক প্রেক্ষাপটে। এসব প্রকল্পগুলি যদি বাস্তবের মাটিতে সফলভাবে রূপায়ণ হলে অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে পরনির্ভরতা অনেকটা কমবে, হ্রাস পাবে আমদানি। হয়তো বা একমসয় রফতানি করেও আসবে বিদেশি মুদ্রা।

করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক এবং লকডাউনের প্রভাব কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিবেশে উস্কে দিয়েছে নতুন এক প্রশ্ন। 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' বা বাড়িতে বসেই কাজ কি আগামী দিনের ভবিতব্য। কাজের জগতে এতদিনের চেনা পরিবেশ কি বদলে যেতে চলেছে?

বেড়াতে গেলে আমরা যেমন হোটেল বুক করে রওনা দিই, আগামী দিনে কাজের জন্য অফিসে বসার জায়গা বুক করতে হবে? থাকবে না নির্দিষ্ট বসবার জায়গা, চেয়ার টেবিল অর্থাৎ হোটেলিং বা হট ডেস্কিং ব্যবস্থা আমাদের দেশেও কি চালু হবে? লকডাউন ও করোনা প্রভাবে মুম্বাই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, পুনে সহ দেশের আইটি হাবগুলি চেনা ছন্দে নেই। আইটি কর্মীদের বৃহৎ অংশের ঘরই এখন হল অফিস। আর শুধু আইটি কেন, সরকারি কর্মী থেকে সেনাবাহিনীর একাংশকে বলা হচ্ছে যতদিন করোনা প্রসিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন আসতে হবে না। অফিসে, বাড়িতে বসেই অফিসের কাজ সেরে ফেলুন। এভাবে যদি কাজ করা যায় তবে কেন অফিসে যাওয়ার ধকল, বাড়তি খরচা কেন বিদ্যুতে, অফিসে ভাড়ায়, গণ পরিবহণে অফিস যাতায়তের বাড়তি চাপ দেওয়া। এই প্রশ্ন সূত্রেই হোটেলিং বা হট ডেস্কিং-এর কথা উঠে আসছে। এই শব্দদুটি আইটি সেক্টর কর্মরতদের কাছে অপরিচিত না হলেও সাধারণের কাছে খুব চেনাজানা শব্দ নয়। আবার এই দু'টি শব্দ কিছুটা এক হলেও সবটা কে নয়।

হোটেলিং কথাটির মধ্যেই রয়েছে হোটেল হোটেল গন্ধ। হোটেলে থাকতে গেলে বা আগে থেকে ঘর বুক করতে হয়। চিরাচরিত অফিসের ধারণায় প্রত্যেকের চেয়ার টেবিল নির্দিষ্ট থাকে, আপনি আপনার জায়গা বা ওয়ার্কস্টেশনে বসে কাজটি সারেন, ছুটির ঘণ্টা বাজলে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু, হোটেলিং ব্যবস্থায় অফিসে আপনার কোও নির্দিষ্ট জায়গা বা ওয়ার্কস্টেশন নেই। বাড়িতে বসেই অফিসের কাজ করেন। কোনও প্রয়োজনে অফিসে যেতেই হলে অফিসে ফোন করতে হবে, বলতে হবে আমি আজ এতটার সময় অফিস যাব। অর্থাৎ ডেস্ক বুক করতে হবে। এবার অফিস কর্তৃপক্ষ আপনার জন্য অফিসের কোন ওয়ার্ক স্টেশন বা ডেস্ক নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দেবেন। আর শুধু তাই নয় ওই ওয়ার্কস্টেশনে আপনি কখন আসছেন, কতক্ষণ কাজ করবেন, কোন ফোন নম্বরে আপনাকে পাওয়া যাবে, অন্য সহকর্মীদের কাছে সে খবরও পৌঁছে যাবে। এই হল অফিসের হোটেলিং ব্যবস্থা। জায়গা বুক করো অফিস যাও। এখন আবার ঘরে বসে নিজেই বুকিং করে নেওয়া সম্ভব।

অন্যদিকে হট ডেস্কিং ব্যবস্থা প্রায় হোটেলিং অফিস ব্যবস্থার মতো। তবে একটু তফাৎ। হট ডেস্কিংও অফিস ব্যবস্থাতে বাড়িতে বসেই অফিসের কাজ। আর অফিসে যেতেই হলে—চলে যাও, দেখে নাও কোন চেয়ার টেবিল /ঘর / ওয়ার্কস্টেশন ফাঁক আছে কিনা। ফাঁকা বসে পড়ো, কাজ সেরে বাড়ির পছে হাঁটো। যারা এই ব্যবস্থায় আগে থেকে ওয়ার্কস্টেসন বুক করার কোনও ব্যাপার নেই। চেয়ার টেবিল ফাঁকা, বসে পড়ো, কাজ করো, চলে যাও, ভাবনাটা এরকম আর কি। তবে এ রকম ব্যবস্থায় অনেক সময় চেক ইন করার ব্যাপারটি থাকে-যাতে সবাই একমসয় অফিসে হামলে না পড়ে। হোটেলিং বা হট ডেস্কিং কিন্তু একদম হাল আমলের অফিস ব্যবস্থা বললে ভুল হবে। তথাপ্রযুক্তি উন্নতির হাত ধরেই এই ভাবনার শুরু। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকাগোতে দুটি ফার্ম তাদের কর্মীদের একাংশের জন্য এই ব্যবস্থা চালু করে। ২০১১ সালে আমেরিকার বুজ এ্যালেন হ্যামিলটন কর্পোরেশন (তথ্যপ্রযুক্তি উপেদেষ্টা সংস্থা) কয়েকটি কাজের জায়গা বাদে এই হোটেলিং ব্যবস্থা চালু করে। বর্তমানে বেশ কিছু বহুজাতিক সংস্থা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই ব্যবস্থা চালু করেছে। তবে হ্যাঁ, এদের অধিকাংশই হল তথ্যপ্রযুক্তি বা বিভিন্ন উপদেষ্টা সংস্থা।

বহুজাতিক থেকে কেটু বড় দেশীয় সংস্থাগুলি কেন এই ব্যবস্থায় ঝুঁকছে? বিভিন্ন বড় শহরে খোলা জায়গায় যেমন এজন্য অনেক সংস্থা এ পথে যেতে বাধ্য হচ্ছে। অফিসের অল্প পরিসরে কাজ চলে যাচ্ছে---আর্থিকভাবে সুবিধা মিলছে। শুধু ভাড়া নয়, ল্যাব, প্রযুক্তির মত অফিস সরঞ্জাম বা রিসোর্স প্রত্যেকেই ব্যবহার করতে পারছে, কিন্তু আলাদাভাবে প্রত্যেক কর্মীর জন্য সেই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে না। খরচের সাশ্রয় হচ্ছে।

অনেকে আবার বলছেন যে শুধু সংস্থার আর্থিক সাশ্রয় নয়, হোটেলিং ব্যবস্থায় কর্মীদের কাজের সময়ের নমনীয়তায় কর্মীরাও খুশি। অফিস যাতায়াতে দীর্ঘ সময় না দেবার জন্য পরিবারের প্রতি তারা বেশি সময় দিতে পারছেন, মানসিক চাপ কমছে। মানসিক চাপ না থাকায় কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বাড়ছে। এছাড়াও গণ পরিবহণ পরিবেশের ওপর এই ব্যবস্থার সদর্থক ভূমিকার কথা অনেকে তুলে ধরেছেন। বলছেন, কয়েকদিন লকডাউনেই সমুদ্রতটে ডলফিন ভেসে আসছে দূষণ কমাতে। তবে এই ব্যবস্থায় অনেকের আপত্তি আছে। বাড়ি যদি অফিস হয় তবে তার প্রভাব সামাজিকভাবে ভালো হতে পারে না বলে তাঁদের আশঙ্কা ।

করোনা ভাইরাসের হানদারিতে লকডাউন। শুধু আমাদের দেশ নয় প্রায় সারা বিশ্বে। এই পরিস্থিতিতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম অর্থনীতির চাকাতে অনেকটা সচল রাখতে পেরেছে একথা অনস্বীকার্য। আর তা না হলে জরুরি পরিষেবা পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে অবশ্যই বন্ধ হত।

এই সংকট আমাদের দেশের কর্মজগতের এতদিনের চেনা ছবির ইতি টানবে কি? প্রশ্ন করছেন অনেকেই। সব ক্ষেত্রেও না হলে কর্পোরেট দুনিয়া কি ওয়ার্ক ফ্রম হোম কালচারের দিকে ঝুঁকবে? হোটেলিং হট ডেস্কিং -এর পথে আমরা কি হাঁটবো?

আর্থিখ মন্দায় অনেক বহুজাতিক, দেশীয় বড় সংস্থা ধুঁকছে—পরিচালন ব্যয় কমানোর পথ খুঁজছে। এই অবস্থায় অফিস ভাড়া, বিদ্যুতের বিল ইত্যাদির মতো কিছু খরচ কমিয়ে পরিচালনের ব্যয়ভার সংকোচনের পথ নিতেই পারে। অফিস যাতায়াতের নমনীয়তার প্রেক্ষাপটে কর্মীদের বেতন, ভাতায় কাটছাঁট করে আরও একটু বাড়তি সুবিধা মিলতে পারে। তবে নতুন পথে হাঁটার বাধা নেই এমন নয়। তথ্যপ্রযুক্তির পরিকাঠামোয় ঘাটতি সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। বাড়িতে বসে কাজ করতে ইন্টারনেট সহ অন্যান্য যে সুবিধা প্রয়োজন কয়েকটি বড় শহর ছাড়া তা নেই। এছাড়া বাড়িতে বসে অফিসের কাজের পরিবেশও অনেক কর্মীর নেই।

নতুন পথে হাঁটলে আবাসন, নিচুতলার কর্মী সংকোচনের মতো কিছু অভিঘাত আসবে---যার ধাক্কাও কম হবে না। আবাসনের ধাক্কা কতটা হবে তা এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়, বলবে সময় । বিদেশে অনেক ফ্ল্যাটেই আমাদের ফ্ল্যাটে ঠাকুরঘর বা ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে যেমন এক চলিত ঘর থাকে তেমন বিদেশে থাকে ছোট একটা স্পেস। আগামী দিনে আমাদের আবাসনের নকশায় সেরকম ঘর দেখলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। ৪জি, ৫জি র মরমা হলে অফিস কাছারিতে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

করোনা ভাইরাস---যতই প্রতিকূলতা তৈরি করুক না কেন প্রতিকূলকা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হলো ইতিহাস। শেক্সপিয়র কিন্তু মহামারির মধ্যেই লিখেছিলেন তাঁর কয়েকটি অমর কাব্য। জার্মান সাহিত্যিক ভোল ফগাং ভন গায়েথের উদ্ধতি দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। আর তাঁকে অনুসরণ করে শেষ করি একথা বলে, করোনার মেঘ অর্থনীতিকে যত ঢেকে দিক না কেন, মন্দাই আমাদের নতুন পথ দেখাবে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)



# করোনা ভাইরাস ও প্রকৃতির সহজ পাঠ

**শোভনলাল চক্রবর্তী**

আজ যখন আমরা একে অপরকে বলছি আসুন আমরা একযোগে যুদ্ধ করি করোনার বিরুদ্ধে, তখন কি ভেবে দেখেছি যে আমি আপনি যেমন প্রকৃতির অংশ, এই মারণ ভাইরাসটিও তাই। আজ যখন দেখেছি প্রকৃতিও ঠিক এইভাবেই এতদিন ধরে তার বাঁচার রসদ খুঁজে ফিরেছে। একটু চোখ ফেরানো যাক গত দু"দশক ধরে আমরা কতরকম ভাবে প্রকৃতিকে আক্রমণ করেছি তার হিসেবে। আমরা গাছ কেটেছি নির্বিচারে, আমাজনের জঙ্গলে আগুন লাগিয়েছিত্তনিজেদের হাত দিয়ে। সবই, আমাদের সভ্যতা, শিল্প, প্রযুক্তির স্বার্থে ও গর্বে। নগরের প্রসারণ করতে গিয়ে প্রকৃতির টুটি চেপে ধরতে পিছপা হইনি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বার বার সতর্ককরে বলেছেন পৃথিবীর জর ক্রমশই বাড়ছে। সুউষায়নের ফলে এক প্রবল ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে জীবশৃঙ্খলে। গলে যাচ্ছে মের প্রদেশের বরফ প্রতিদিন ভেঙে পড়ছে বড় বড় বরফে টাই ১; যার এক একটার মাপ আমাদের একটি রাজ্যের থেকেও বড়। তার নীচ থেকে উঠে আসছে মারণ ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস। লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কত পাখি, পশু ও পতঙ্গ প্রতিদিন। পশু, পাখি, পতঙ্গের সঙ্গে যে জুড়ে আছে আমাদের অস্তিত্ব তা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। যেহেতু পরিবেশকে আমরা কোনও সত্তা বলে মনে করিনি তাই তার আর্ত চিৎকার আমাদের কানে পৌঁছয়নি। উল্টে এসব কমবেশি জেনেও আমরা গাছ কেটেছি, জঙ্গল সাফ করেছি, পশুহত্যা করেছি নির্বিচারে। আমাদের বর্বরতা প্রসারিত করেছি নানা ছুতোয় মানুষ হত্যা করে। ধর্মের নামে একে অপরকে খুন করেছি, সারা বিশ্বে ঘনিয়ে তুলেছি ফ্যাসিস্ট অত্যাচারী পরিবেশ মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্যই করিনি। নির্বিচারে পরমাণু বোমা ফাটিয়েছি। পরমাণু বোমার পর সৃষ্টি করেছি আরও শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা। বায়ুদূষণ করেছি হালকা ও ভারী শিল্পের নামে। শহরে লক্ষ লক্ষ গাড়ি ছড়িয়ে চলেছে বিষ বাতাস। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, এর ফলে ফুটো হয়ে গিয়েছে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে। অতি বেগুনি রশ্মির ঢাল এই ওজোন স্তর। সেখানে ফুটো হয়ে বাওয়াতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ছে ক্ষতিকারক রশ্মি। আমরা কিছুতেই গা করিনি। কারণ আমাদের মানুষ হিসেবে অহংকার। আমাদের অকারণ সব প্রয়োজন। এমনকি হাতির দীত, কাঠ। পৃথিবীর বুক থেকে তুলে এনেছি কয়লা, তেল। আর সেসবের অধিকার নিয়ে চালিয়েছিপারস্পরিক যুদ্ধ। আমাদের দরকার ধর্ম নিয়ে হানাহানি, অর্থনৈতিক বৈষম্য। আমাদের বড়লোকরা মানবসভ্যতা দেশ, কাটাতার, যুদ্ধ, ধর্ম নিয়ে হানাহানি করে যেতে চায়। চায় ওষুধ নয়, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হোক। সেগুলি ব্যবহার করার জন্য সে উদগ্রীব। তার জন্য যোযুমগল ক্ষতিগ্রস্ত হবে, প্রকৃতিতে অনেক প্রাণীর প্রাণ যাবে, তা নিয়ে সে ভাবিত নয়। যে ভাইরাসটি খালি চোখে দেখা যায় না। ঠিক যেমন আমরা শুনতে পাই না কুড়ির নীচে ও কুড়ি হাজারেরওপরের কম্পাঙ্ক। কিন্তু দেখতে পাইনা শুনতে পাই না এগুলো নিয়ে আমরা ভাবিত নই। আবিষ্কারের গর্বে অহংকারে আমাদের মাটিতে পা পড়ে না। এই অহঙ্কারকে চূর্ণ করে দিয়েছে এই ভাইরাস। প্রকৃতি তার সহজ পাঠের প্রথম খণ্ডটি আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলছে পড়ো। প্রকৃতি যেন নিজের প্রাণ বাচাতে তুলে নিয়েছে প্রতিরক্ষার ঢাল। তবু কি মানুষের শিক্ষা হবে? প্রকৃতির নিয়মেই হয়তো একদিন করোনার প্রতিষেধক হবে। মানুষ আইনস্টাইন কিছুই সৃষ্টি করিনি। আমি ভাগ্যবান যে আমি খুঁজে পেয়েছি মানুষের চোখের সামনেই প্রকৃতির আঁচলের তলায় লুকনো থাকে আবিষ্কৃত সত্য। মানুষ দীর্ঘাদন সেগুলো খুঁজে পায় না। তারপর সত্য। মানুষ তাই আবিষ্কার করে না, সে খুঁজে পায়। বাড়িয়ে কালো বেড়াল খুঁজে পাওয়ার মতো। অনিশ্চিত। সে ধরা দিলে আমরা তাকে খুঁজে পাব। কিন্তু আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। হাত বাড়িয়ে খুঁজে যেতে হবে। একটি সামান্য ভাইরাস আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেল, আমরা এ বিশ্বের, এ পৃথিবীর কতটুকু আর জানি। নিজেদের জ্ঞানের যে, আমরা ভাবতেই পারিনি এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে এসেও মানবজাতিকে নাকানিচোবানি খাওয়াতে পারে একটি ভাইরাস। অনেকে বলছেন এই ভাইরাস মানুষেরই সৃষ্টি। এই ভাবনার পিছনেও ব্যাকুলতা কাজ করছে। প্রকৃতির সামনে মাথা নত করতে আমাদের ঘোর অনীহা। অনেকে বলছেন, যেমন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, ভাইরাসটি নাকি চিনের জৈব প্রযুক্তি ছারা নির্মিত একটি বায়ো-টে। আচ্ছা, তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে চিন তাদের ল্যাবরেটরিতে এই মারাত্মক ভাইরাসটি তৈরি করল। এবার ভাবুন তার এন্টিডোট না তৈরি করে নিজের দেশের লোকের ওপর প্রয়োগ করে বসল, এটা অস্বাভাবিক নয় কি? সেক্ষেত্রে আমাদের শুনতে হবে ডাক্তার ও ভাইরোলজিস্টদের কথা। তাদের মত অনুযায়ী মার্স ও সার্স-এর পর চিন শুরু করে নানা রকমের মারণ ভাইরাস নিয়ে কাজকর্ম। বর্তমান ভাইরাসটি কোনও কারণে কনটামিনেটেড হয়ে যায় এবং দুর্ঘটনাবশত বাইরে বেরিয়ে পড়ে। এটি প্রথমে ছিল এনিম্যাল ভাইরাস, কিন্তু পরে জেনেটিক পরিবর্তন ঘটিয়ে হয়ে পড়ে ম্যান ভাইরাস। এরপর থেকে মানুষের মধ্যে বংশবিস্তার ও মিউটেশনের ক্ষমতা নিয়ে ক্রমে চিন হয়ে ইতালি সহ ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত সহ অনেক দেশ ও উপমহাদেশে তার ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় বিজেপির উদ্যোগে প্রদীপ বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

# স্বস্তি! অর্ণব গোস্বামীর জামিন মঞ্জুর করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি. স.): রিপাবলিক টিভির প্রধান সম্পাদক তথা বরিষ্ঠ সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করলো দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে বিতর্কিত এই সাংবাদিকের জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল বোম্বে হাইকোর্ট। কিন্তু বুধবার বোম্বে হাইকোর্টের সেই সিদ্ধান্ত কে ভুল বলে ব্যাখ্যা সুপ্রিম কোর্ট।

এদিন বিচারপতি চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ অর্ণবের অন্তর্বর্তী জামিনের মঞ্জুর করে। ব্যক্তি গত ৫০ হাজার টাকার বন্ডে এই জামিন মঞ্জুর করা হয়। রাজ্য পুলিশকে অবিলম্বে রেহাই করে দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু এই মামলা তদন্তের স্বার্থে পুলিশকে সমস্তরকম সহযোগিতা করে যেতে হবে অর্ণব গোস্বামীর। এদিন আদালতে অর্ণব এর স্বপক্ষে সওয়াল করতে উঠে বরিষ্ঠ আইনজীবী হরিশ সালভে জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্র সরকার অযথা অর্ণবকে টার্গেট করে চলেছে চলেছে। তার বিরুদ্ধে পুলিশ এবং রাজ্য সরকার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্র সরকারের হয় সওয়াল করতে উঠে বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল জানিয়েছেন, একটা এফ আই আর এর উপর ভিত্তি করে কি করে জামিন দেওয়া যায়। এফআইআর হচ্ছে তথ্য। এটি কোন এনসাইক্লোপিডিয়া নয়। তদন্ত এখনো চলছে। প্রমাণ যাচাই না করে জামিন দেওয়া উচিত নয়। পুলিশ হেফাজতের অর্ডার রয়েছে। তদন্ত চলছে। আদালতের উচিত আরো দুদিন ধৈর্য ধরে থাকা। আদালতকে প্রায় একই কথা জানান মহারাষ্ট্র পুলিশের আইনজীবী অমিত দেশাই।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৮ সালে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর আত্মঘাতী হওয়ার মামলায় গ্রেফতার করা হয় অর্ণব গোস্বামীকে। আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সেই ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের অর্থ ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে অর্ণবের বিরুদ্ধে।

# এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ জলাশয় শনবিলের নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অভিভূত পর্যটককুল

শনবিল (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় অবস্থিত এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ জলাশয় শনবিলের নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অভিভূত পর্যটককুল। এই বিলে বর্ষার মরশুমে মাছচাষ ও শুকনো মরশুমে বোরোধানের চাষ হয়। তাই স্থানীয়দের কাছে শনবিলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

শনবিলটি এক আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল। এলাকাবাসী শনবিলকে নিজেদের মাতৃস্বরূপ মর্যাদা দেন। বর্ষার মরশুমে বিলে জল থাকে টইটম্বুর। তখন এর প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য দেখতে ভিড় জমান স্থানীয় সহ দূরদূরান্তেশর পর্যটকরা। এখানে বর্ষার মরশুমে ভ্রমণ গেলে ইঞ্জিনচালিত রংবেরঙেকর নৌকায় চড়তে হয়। কালিবাড়ি ঘাট থেকে দেবদ্বার ঘাট পর্যন্ত নৌকার মাঝিরা ঘণ্টাপ্রতি পাঁচশো টাকা করে ভাড়া নিয়ে থাকেন। শনবিলের মাঝিরা জানিয়েছেন, পুরো শনবিল নৌকায় ঘুরতে সময় লাগে প্রায় দশ ঘণ্টা। শনবিলে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন আমবাগান। পাশে মনোরম দৃশ্যা দর্শন করতে ভ্রমণ পিপাসুদের মন জুড়িয়ে দেয়। এখানে দেবদ্বার ঘাটে রয়েছে দেবদেবীর বিভিন্ন পৌরাণিক মন্দির সহ পার্ক ও ঝুলন ওয়েটিং শেড। ফলে শনবিল নিয়ে একদিকে পর্যটকরা অভিভূত, অন্যয়দিকে স্থানীয়দের পাশাপাশি মাঝিরাও খুশি।

পাথারকান্দির বিশিষ্ট সমাজসেবী সুলাল মহম্মদ খানের সৌজন্যে পাথারকান্দির সাংবাদিকরা শনবিল ভ্রমণ ও পরিদর্শন করেছেন মঙ্গলবার। স্থানীয় এক মাঝি তপু দাস জানান, তাঁরা শনবিল নিয়ে গর্বিত। সরকার বিলটির প্রতি নজর দিলে একে একটি সম্ভানাময় পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তবে একটি দুষ্টচক্র শনবিলের নাম বদনাম করতে সক্রিয় রয়েছে। নৌকাভাড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা-তো ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে পর্যটকদের বিলে ভ্রমণ করিয়ে বিনোদন প্রদান করে উপার্জন করি। এতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। আর শনবিলের মাঝিরা কারও কাছ থেকে বাড়তি ভাড়াও নেন না, বলেন তপু দাস।

# চিরাগকে তীব্র কটাক্ষ জিতেন রাম মাঝির

পাটনা, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছে লোক জনশক্তি পার্টির। ১৩৭টি আসনের প্রার্থী দিয়ে কেবলমাত্র একটি আসনে জয়লাভ করতে পেরেছে রামবিলাস পাসওয়ানের স্মৃতিবিজড়িত এই দলটি। এই ভরাডুবির জন্য দলের বর্তমান কান্ডারী চিরাগ পাসওয়ানকে দায়ী করেছেন হিন্দুস্থান আওয়াম মোর্চা (সেকুলার) নেতা জিতেন রাম মাঝি।

বুধবার বিহার রাজনীতির এই বর্ষীয়ান নেতা দাবি করেছেন, নিজেরই তৈরি করা আগুন পুড়ে গিয়েছেন চিরাগ। প্রবাদ বাক্য রয়েছে। যে ডালে বসে রয়েছো সেই ডাল কাটা উচিত নয়। কিন্তু চিরাগ পাসওয়ান সেই প্রবাদ কে উপেক্ষা করে যেই চোটে তিনি রয়েছেন তাকে ধ্বংস করতে লেগে পড়েছিল। ফলে ফলাফল স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডাল খসে পড়ে গিয়েছিল। তাই চিরাগও পড়ে গিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে জিতেন রাম মাঝির নিজের দল বিহার বিধানসভা নির্বাচনে চারটি আসনে জয়যুক্ত হয়েছে।

## ১৫ নভেম্বর আকসা-র উদ্যোগে শিলচরে বিজয়া সম্মেলন

শিলচর (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থা (আকসা)-র গত ১০ বছর আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জড়িত প্রাক্তন এবং বর্তমান নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আগামী ১৫ নভেম্বর রবিবার শিলচর ইলোরা হোটেলের কনফারেন্স হল-এ এক বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে বরাক উপত্যকার জুড়ে আকসা-র সমস্ত সদস্যদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ দত্তরায়।

অনুষ্ঠেয় বিজয়া সম্মেলনে সাংবাদিকদেরও উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন প্রদীপ দত্তরায়। তিনি জানান, এদিন সকাল এগারোটা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠানে আগামীতে বরাক উপত্যকার সার্বিক স্বার্থে যে রাজনৈতিক দল গঠন করা হবে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভার পৌরোহিত্য করবেন শিলচর পুরসভার প্রাক্তন পুরপতি শান্তনু দাস, জানান প্রদীপ দত্তরায়।

## মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৪৯০৭

মুম্বই, ১১ নভেম্বর (হি. স.): মহারাষ্ট্রে করোনা পরিস্থিতি ক্রমাগত ভয়াবহ আকার ধারণ করে চলেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৪৯০৭। ওই সময়ের মধ্যে নিহত হয়েছে ১২৫। সব মিলিয়ে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৭, ৩১, ৮৩৩। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫, ৫৬০।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৯১৬৪। সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫, ৯৭, ২৫৫। রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৮,০৭০। বাণিজ্য শহর মুম্বইতে করোনা য় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১০৬৯। নিহত ২২। ফলে শুধুমাত্র মুম্বইতেই সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২, ৬৬, ৭৪৮।

ছয়ের পাতায়

# করিমগঞ্জের পাথারকান্দি সীমান্ত দিয়ে অসম থেকে মিজোরাম গেছে খাদ্যপণ্য বোঝাই ট্রাক

পাথারকান্দি (অসম), ১১ নভেম্বর (হি.স.) : দীর্ঘদিন পর আজ বুধবার থেকে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দির মেদলিছড়া সীমান্ত দিয়ে মিজোরামে খাদ্য সামগ্রী সহ অন্যাকন্যছ দ্রব্য রফতানি শুরু হয়েছে। গত মাসাধিককাল থেকে অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার মেদলিছড়া এবং রাতাবাড়ির ভুবিরবন্দ সীমান্তে আগ্রাসন চালিয়েছে মিজোরামের দুর্বৃত্তরা। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের মধ্যস্থতায় ত্রিপাক্ষিক আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। তবু মিজোরামের উপদ্রব কমেনি। এমতাবস্থায় অসম থেকে পণ্যসামগ্রী পাঠানোর প্রক্রিয়ায় সচেতন মহলে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

মিজোরাম কর্তৃক অসমের জমি জবরদখল এবং প্রতিবেশী রাজ্যে অসমের ট্রাক চালককে নিগ্রহ করা হয়েছে। এ সবের প্রতিবাদে অসম থেকে পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ে যেতে চাইছিলেন না মালিক ও চালকরা। ইত্যবসরে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে মিজোরামের গৃহ দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি তথা ওএসডি ডেভিড এইচ লালতাংলিয়ান এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে বহিঃ রাজ্যের ট্রাক চালকদের আশ্বস্ত করেন যে মিজোরাম সরকার এটা সুনিশ্চিত করছে তাদের রাজ্যে প্রবেশের পর কাউকে হয়রানির মুখে পড়তে হবে না। এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর আজ মেদলিছড়া সীমান্ত দিয়ে বেশ কয়েকটি ট্রাক খাদ্যপণ্য নিয়ে মিজোরামে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া মিজোরাম থেকেও এপারে সামগ্রী এসেছে বলে খবর।এদিকে বিষয়টি নিয়ে বাজারিছড়া থানার ওসি মনুরঞ্জন সিংহকে প্রশ্ন করলে এর সত্যতা স্বীকার করে তিনি বলেন, আজ নির্দিষ্ট কয়েকটি পণ্য বোঝাই ট্রাক এই পথে চলাচল করেছে।

# জল সংরক্ষণের পক্ষে সওয়াল উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি. স.): জল সংরক্ষণের পক্ষে জন আন্দোলনের ডাক দিলেন উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

বুধবার তিনি জানিয়েছেন অবিলম্বে পানীয় জলের অপচয় নিয়ে সচেতন না হলে আগামী দিনে জলের অভাব তীব্র আকার ধারণ। ন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাওয়ার্ড সেরিমনির দ্বিতীয় সংস্করণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের প্রশংসা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন স্বচ্ছ ভারত গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ঠিক একইভাবে জলের অপচয় বন্ধ করার লক্ষ্যে এর অভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। পানীয় জলের সম্পদ যে পৃথিবীতে অনন্ত কাল ধরে থাকবে এমনটা ভাবা একান্ত ভুল। ভারতের মতন বড় দেশে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব নয়।

দেশজুড়ে যে জলশক্তি অভিযান চলছে তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জল সংরক্ষণ নিয়ে জন আন্দোলন গড়ে তোলা। মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়ে জল সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতন করায় এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। পৃথিবীতে মিষ্টি জলের তিন শতাংশের কেবল মাত্র ০.৫ শতাংশ পানীয় জল। তাই জীবনশৈলীর পরিবর্তন করে জল সংরক্ষণ এবং জলের ব্যবহার যুক্তিপূর্ণভাবে করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে জলে প্রতিটা ফোটা কে বাঁচানো একান্ত প্রয়োজন।

# বিহারের জনগণ বিকাশরাজের পক্ষে ভোট দিয়েছে : বিজেপি সভাপতি

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি. স.): গুন্ডারাজের বদলে বিহারবাসী বিকাশরাজকে বেছে নিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা।

বুধবার রাতে দিল্লিতে বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে জগতপ্রকাশ জানিয়েছেন, জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলিকে প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। বিহারের ভোটের ফলাফল তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত এই নির্বাচনে বিহারবাসী গুন্ডারাজের বদলে বিকাশরাজকে বেছে নিয়েছে। বিহারের বিধানসভা নির্বাচন ছাড়াও মঙ্গলবার ১১ রাজ্যের বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে। উপনির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জগতপ্রকাশ জানিয়েছেন, বিহার সহ অন্যান্য যেসকল রাজ্যে উপনির্বাচন হয়েছে সেখানে দলের সাফল্যের জন্য জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করি। যখনই ভোট হয়েছে জনগণ বিজেপির পক্ষে ভোট দিয়েছে। বিশ্বজোড়া করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন উঠে গেছে। কিন্তু ভারতের ১৩০ কোটি জনতা প্রধানমন্ত্রী প্রতি নিজেদের রেখেছে।

বুধবার আগরতলায় সিপিএম উদ্যোগে সাধারণ ধর্মঘট আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

## মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নীতীশ কুমারের

পাটনা, ১১ নভেম্বর (হি. স.): কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ১৩২তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

বুধবার নিজের টুইট বার্তায় নীতীশ কুমার লিখেছেন, জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই। এর আগে উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে প্রতিবছর গোটা ভারতজুড়ে জাতীয় শিক্ষা দিবস এই দিনটিতে অর্থাৎ ১১ নভেম্বর পালন করা হয়।

## অর্ণবের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন, সন্তোষ নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্বের, বিশিষ্ট সাংবাদিকের নিরাপত্তা বাড়াতে উদ্ধবের কাছে আর্জি সর্বার

গুয়াহাটি, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : রিপাবলিক টিভি-র প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করায় অত্যন্ত খুশি ব্যক্ত করেছেন নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এদিকে বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর নিরাপত্তা আরও বাড়াতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে অনুরোধ জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। বুধবার সুপ্রিমকোর্ট রিপাবলিক টিভি-র প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীর অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করায় সন্তোষ ব্যক্ত করে তাঁর টুইট হ্যান্ডলে নেডা-র আহ্বায়ক তথা মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর আনন্দের কথা জানিয়ে লিখেছেন, 'আই এক্সট্রিমলি প্লিজড দ্যাট অনারেবল সুপ্রিমকোর্ট হ্যাজ গ্রান্টেড অ্যান ইন্টারিম বেইল টু অর্ণব গোস্বামী।...' তিনি আরও লিখেছেন, 'আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, দুষ্টশক্তির বিরুদ্ধে রিপাবলিক টিভি-র প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামী তাঁর লড়াই চালিয়ে এর শেষ দেখবেন।' এদিকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল তাঁর টুইট হ্যান্ডলে লিখে জানান, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে কথা বলে বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর নিরাপত্তা বাড়াতে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। অর্ণবের পরিবারের কাছে তাঁকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে না খবর পেয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই অনুরোধ জানিয়েছেন বলে টুইটে লিখেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

## গোয়াতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১০৯

পানাজি, ১১ নভেম্বর (হি. স.): গোয়াতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনা য় আক্রান্ত হয়েছে ১০৯। মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫, ৪৮৯। মৃতের সংখ্যা সবমিলিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫৬।

বিগত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১৫২। ফলে সব মিলিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪৩, ০২৯। রাজ্যে সব মিলিয়ে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৮১৩। উৎসবের মরসুমে আক্রান্তের সংখ্যা আরো নতুন করে বাড়তে পারে বলে মনে করছে রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ।

## জগত প্রকাশের বাসভবনে অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি. স.): বিহারে তেজস্বী যাদবের প্রবল হাওয়া থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি - জেডিইউ। এছাড়াও ভারতের একাধিক রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচনে অসাধারণ ফল করেছে বিজেপি। এই ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য দলের বর্তমান সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডার বাসভবনে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে গিয়ে বিজেপি সভাপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে আসেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে অমিত শাহ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বিজেপি। বুধবার নিজের টুইট বার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং একাধিক রাজ্যে উপনির্বাচনে দলের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা র বাসভবনে গিয়েছিলাম। দলীয় কর্মী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমার অঙ্গীকারবদ্ধ।

## ২৩ নভেম্বর থেকে গুজরাটে চালু নবম-দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস : শিক্ষামন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ১১ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের জন্য দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে আগামী ২৩ নভেম্বর থেকে গুজরাটে খুলতে চলেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তবে, সমস্ত ক্লাস নয়, আগামী ২৩ নভেম্বর থেকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস চালু হবে। বুধবার এ কথা জানিয়েছেন গুজরাটের শিক্ষা মন্ত্রী ভুপেন্দ্রসিনহ চুদাসামা। দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় গুজরাটে করোনাভাইরাসের প্রকোপ অনেকটাই কমেছে। সুস্থতা দ্রুত বাড়ছে, দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে।

ছয়ের পাতায়

বুধবার আগরতলায় সিপিএম'র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

# হরেকরকম

# যেসব সৃষ্টিতে বেঁচে থাকবেন সরোজ খান

সরোজ খানের মৃত্যু যেন এক স্বর্ণযুগের অবসান। মাধুরীর 'ধক ধক গার্ল' বা শ্রীদেবীর 'চাঁদনি' হয়ে ওঠার নেপথ্যের জাদুকর ছিলেন সরোজ। ৩ জুলাই বলিউডের কিংবদন্তি এই নৃত্যপরিচালক ৭১ বছর বয়সে মুম্বাইয়ে মারা যান। তিনি চলে গেলেও তাঁর অমর সৃষ্টিগুলো রয়ে গেছে। তিনবার ভারতের জাতীয় পুরস্কার পাওয়া এই কোরিওগ্রাফারের সেরা কয়েকটি সৃষ্টি নিয়ে এই প্রতিবেদনে। লিখেছেন দেবারতি ভট্টাচার্য।

মেরে হাতো মে নও নও চুড়িয়াঁ হ্যায়

হাতে রংবেরঙের কাচের চুড়ি। আবেদনমাখা দিঘল দুটি চোখ। আর লাল ঘাঘরা-চোলিতে শ্রীদেবীর নাচ। যশ চোপড়া প্রযোজিত এবং পরিচালিত চাঁদনি ছবির প্রতিটি গান স্মৃতিতে আজও তাজা। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় 'মেরে হাতো মে নও নও চুড়িয়া হ্যায়' গানে শ্রীদেবীর নাচ। গানটি গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। সুর করেছিলেন শিব-হরি। আর গানটি লিখেছিলেন আনন্দ বক্সি। তবে গানটির পেছনে আরেকজনের অবদান আছে, তিনি হলেন যশ চোপড়ার স্ত্রী, তথা গায়িকা পামেলা চোপড়া। পামেলা গানটি লিখতে আনন্দ বক্সিকে সহযোগিতা করেছিলেন। আর গানটির প্রতিটি অনুভূতি এবং মুহূর্তকে পর্দায় যিনি জীবন্ত করেছিলেন, তিনি হলেন সরোজ খান। তাঁর অসামান্য কোরিওগ্রাফিতে 'মেরে হাতো মে নও নও চুড়িয়া হ্যায়' গানটির স্মৃতি আজও উজ্জ্বল।

এক দো তিন

এন চন্দ্রা পরিচালিত তেজাব ছবির মোহিনীরূপী মাধুরীকে আজও ভুলতে পারেনি ভারতীয় সিনেমা। এই মোহিনীর নেপথ্য কারিগর সরোজ খান। তেজাব ছবির কালজয়ী গান 'এক দো তিন'-এর সঙ্গে মাধুরীর মাতাল করা নাচের নেপথ্যে ছিলেন সরোজ। আজও মাধুরীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল এই গানের সঙ্গে জড়িয়ে কিছু স্মৃতি। সরোজ খানের এই গান সম্পূর্ণ কোরিওগ্রাফ করতে মাত্র ২০ মিনিট সময় লেগেছিল। তবে শুট করার আগে টানা ১০-১৫ দিন মহড়া দিতে হয়েছিল মাধুরীকে। এক হাজার মানুষের সামনে গানটির দৃশ্য ধারণ করা হয়। ১৯৮৮ সালে ছবিটি মুক্তির পর প্রেক্ষাগৃহে 'এক দো তিন' গানটি পুনরায় দেখানোর অনুরোধ হামেশাই দর্শকদের মধ্য থেকে আসত। এমনকি মোহিনী পর্দায় এলে হলজুড়ে নাকি টাকাও উড়ত।১

ধক ধক করনে লাগা

'ধক ধক করনে লাগা' গানে মাধুরী-অনিলের রোমান্স আজও অনেকের মনে দাগ কেটে আছে। বেটা ছবির এই রোমান্টি নাচের দৃশ্য আজও অনেকের স্মৃতিতে রঙিন। এই গানের নেপথ্যেও ছিল সরোজের জাদু। তবে 'ধক ধক করনে লাগা' গানটির শুটিং ঘিরে আছে কিছু মজার কাহিনি। ৫ মিনিটের এই গানের প্রথম আড়াই মিনিটের শুটিং হয় তিন দিনে। বাকি অংশের শুটিং হয় মাত্র এক রাতে। মাধুরী তখন বলিউডের ব্যস্ত নায়িকা। তাঁর সময়ের সংকটের কারণে এক রাতেই শুটিং করতে বাধ্য হয়েছিলেন পরিচালক ইন্দ্র কুমার। তবে কম সময়ের মধ্যেও কারিশমা দেখাতে পারেন একজনই, তিনি হলেন সরোজ খান। রাত ৯টায় শুটিং শুরু হয়। ভোর ৫টায় হয় প্যাকআপ। গানটির চিত্রগ্রাহক ছিলেন বাবা আজমি। তিনি বলেছিলেন, রিটেক না হলে এক রাতেই শুটিং শেষ করবেন। আর বাবা আজমি তা—ই করেছিলেন। সরোজ এমন জাদুই দেখিয়েছিলেন যে একবার নাচ তোলার পর কোনো দৃশ্যই দ্বিতীয়বার আর ধারণ করতে হয়নি।

ডোলা রে ডোলা রে

'ডোলা রে ডোলা রে' গানটি সরোজ খানের আরেক অমর কীর্তি। সঞ্জয়লীলা বানসালি পরিচালিত দেবদাস ছবির এই গান নিয়ে খুবই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন সরোজ খান। কারণ, এক ফ্রেমে বলিউডের দুই শীর্ষ নায়িকা মাধুরী দীক্ষিত ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনকে তুলে ধরতে হবে। তাই দুজনের প্রতি সমান নজর দিতে হবে তাঁকে। 'ডোলা রে ডোলা রে' গানের মাধ্যমে সরোজ নাচের এক নতুন দিগন্ত মেলে ধরেন। কথক ও ভরতনাট্যমদুই শাস্ত্রীয় নৃত্য একত্রে এনে তিনি আবিষ্কার করেন 'নটওয়ারি' নৃত্যশৈলী। এই গানের কোরিওগ্রাফির জন্য ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছিলেন।

ইয়ে ঈশক হায়ে

'ইয়ে ইশক হায়ে' গানটি মানে এক বিরামহীন ফুরফুরে সফর। এই সফরে যে কেউ সঙ্গী হতে চায়। জাব উই মেট ছবির এই গান সরোজ খানের কোরিওগ্রাফিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ছবির নায়িকা কারিনা কাপুর খানকে তাঁর মাস্টারজি (সরোজ খানকে এই নামে ডাকেন বলিউডের অনেক তারকা) ভীষণ বকুনি দিয়েছিলেন নাচ তোলার সময়। 'এই মেয়ে কোমড় নাড়া' বলে রাত একটার সময় কারিনার ওপর চিৎকার করেছিলেন সরোজ। 'পা নাড়াতে পারিস না তো, মুখটাকে কাজে লাগা', এ কথাও কারিনাকে বলেছিলেন তিনি।



# যে কারণে চুল কাটছেন না শাহরুখ

শাহরুখ খানের ফেরার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় আছেন তাঁর ভক্তরা। 'জিরো' ছবির অসফলতার পর এই বলিউড সুপারস্টারের আর কোনো ছবি মুক্তি পায়নি। এমনকি তিনি নতুন কোনো প্রজেক্ট হাতে নেননি। আসলে শাহরুখ কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি। ভেবেচিন্তে পা ফেলতে চেয়েছেন তিনি। তাই হয়তো 'পরিচালক হিসেবে শতভাগ সফল' রাজকুমার হিরানির ছবির মাধ্যমে কামব্যাক করাই নিরাপদ মনে করছেন কিং খান।'টেড টক'-এর সংবাদ সম্মেলনে শাহরুখ খান বলেছিলেন যে তাঁর হাতে এক ডজন চিত্রনাট্য আছে। তবে তিনি এখনো সিদ্ধান্ত নেননি যে কোন ছবিতে কাজ করবেন। শোনা গিয়েছিল, বলিউডের বাদশার কাছে বড় বড় ব্যানারের প্রস্তাব আছে। ভালো ভালো চিত্রনাট্য আছে। তবে শাহরুখ একটু ব্যতিক্রমী চিত্রনাট্যের সন্ধানে ছিলেন। এমন এক চিত্রনাট্য, যা তাঁর ভেতরের অভিনেতাসত্তাটা জাগ্রত করতে পারবে। এমন এক চরিত্র তিনি চেয়েছিলেন, যা সবার অন্তরে চিরকাল বেঁচে থাকবে। আসলে শাহরুখ বুঝেছেন যে এবার ভুল করলে তাঁর ক্যারিয়ার ভরাডুবি হতে পারে। তাই আর ভুল নয়। সবার প্রস্তাব তিনি ফিরিয়ে দিলেও রাজকুমার হিরানিকে ফেরাতে পারেননি। তাই দীর্ঘ সময় ধরে বিটাউনের গুঞ্জন যে হিরানির ছবিতে কাজ করতে চলেছেন শাহরুখ। এখনো পর্যন্ত হিরানির সব ছবি বক্স অফিস কাঁপিয়েছে। তাই এই মুহূর্তে হিরানির থেকে নিরাপদ আর কিছু হতে পারে না। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে হিরানিও শাহরুখের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছেন। 'মুন্নাভাই এমবিবিএস' আর 'থ্রি ইডিয়টস' ছবি দুটির জনপ্রিয় এই পরিচালক কিং খানের সঙ্গে ছবি বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে এবার হিরানি আর শাহরুখকে হাতছাড়া করতে চান না। এদিকে কিং খানের জন্য এই মুহূর্তে হিরানির থেকে ভালো অবলম্বন আর কেউ হতে পারে না।রাজকুমার হিরানির আগামী এই ছবির গল্পের কিছুটা আভাস পাওয়া গেছে। তাঁর ছবিটি সেই মানুষদের নিয়ে, যাঁরা উপার্জনের আশায় বিদেশে পাড়ি জমান। পাঞ্জাব থেকে প্রচুর তরুণ কানাডায় গেছেন। কানাডা এখন মিনি পাঞ্জাবে পরিণত হয়েছে। পাঞ্জাবি মেয়েরাও কানাডার ছেলেকে বিয়ে করতে চায়। জানা গেছে, শাহরুখ এক পাঞ্জাবি যুবকের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন। আর সে জন্য তিনি ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছেন। চরিত্রের প্রয়োজনে তাঁর বড় চুল হতে হবে। আর তাই লকডাউনকে কাজে লাগাচ্ছেন শাহরুখ। শোনা গেছে, তিনি চুল বড় করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন। হিরানির এই ছবির শুটিং হবে পাঞ্জাবে ও কানাডায়। এই পরিচালকের বিশেষত্ব যে তাঁর ছবিতে ভরপুর বিনোদনের সঙ্গেও সামাজিক বার্তা থাকে। হিরানির আগামী ছবিতেও এসব কিছু থাকবে। জানা গেছে, চিত্রনাট্যের কাজ প্রায় শেষের পথে। এরপর শাহরুখ ও হিরানি একটা বৈঠক করবেন। ইতিমধ্যে লোকেশন দেখার কাজও শুরু হয়ে গেছে। আগামী আগস্টে ছবির শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লকডাউনের কারণে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। জানা গেছে, বছরের শেষের দিকে ছবিটির শুটিং শুরু হতে পারে।

# স্ত্রীর কথা সব সময় ঠিক, শহীদকে মীরা



'পাঁচ বছর। একপলকে পাঁচটা বছর পেরিয়ে গেল। ছোট ছোট জিনিসে যে কত সৌন্দর্য, তা এই পাঁচ বছরে শিখেছি। হৃদয়ের ভেতরে আর বাইরে যে এত খুশি ধরে, তা আগে কখনো টের পাইনি। দুজনে মিলে জীবনের কত মানে বের করা যায়! তোমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে একটু একটু করে আবিষ্কার করি। তুমি যেমন, এই মানুষটা হওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে আরও ভালো মানুষ হয়ে ওঠার জন্য তোমার সাহায্য অস্বীকার করা যাবে না কখনো। শুভ বিবাহবার্ষিকী, প্রিয়তম।'একটা সুন্দর সেলফির সঙ্গে বলিউড তারকা শহীদ কাপুর এভাবেই স্ত্রী মীরা রাজপুতকে জানিয়েছেন বিয়ের শুভেচ্ছা। ২০১৫ সালের ৭ জুলাই নিজের চেয়ে ১৩ বছরের ছোট, ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী, মীরা রাজপুতকে বিয়ে করেছিলেন শহীদ কাপুর। এর আগে প্রেম করেছিলেন কারিনা কাপুর, বিদ্যা বালান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াদের সঙ্গে।

অন্যদিকে বলিউড তারকা শহীদ কাপুরকে মীরা যখন বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২১। ২২ বছর বয়সে তিনি প্রথম সন্তান মিশার জন্ম দেন। জৈন নামে দুই বছর বয়সী তাঁদের আরেকটা সন্তান আছে। দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে চমৎকার কাটছে এই জুটির সংসার।মীরা রাজপুত দুই দফা পোস্টের মধ্য দিয়ে জীবনসঙ্গী শহীদ কাপুরকে জানান বিবাহদিবসের শুভেচ্ছা। শহীদ কাপুরকে ধন্যবাদ দিয়ে, প্রশংসা করে লিখেছেন, বিবাহিত জীবন সুন্দরের জন্য তিন শব্দের একটি বাক্য খুবই জরুরি, 'আই অ্যাম সরি'। মীরা আরও লেখেন, '৫ বছর, ৪টি হৃদয়, ৩টি বাড়ি, ২টি বাচ্চা আর একটা চমৎকার পরিবার।

আমি আমার জীবনসঙ্গী হিসেবে আর কাউকে ভাবতেই পারি না। আমি বিশ্বের সবচেয়ে ভাগ্যবান নারী।

যে তাঁর ভালোবাসার মানুষটাকে সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে পেয়েছে। আমাকে তোমার মতো করে কেউ হাসাতে পারে না। আমি তোমাকে নিয়ে যতটা হাসাহাসি করি, তুমি আমাকে তার চেয়েও বেশি হাসাও। বাকি জীবন এভাবেই তোমার সঙ্গে হাতে হাত রেখে পথ চলতে চাই। মনে রাখবে, স্ত্রী সর্বদাই সঠিক। স্ত্রীরা কখনো ভুল বলে না।

আর ৩ শব্দের "গোল্ডেন" বাক্য ব্যবহারে ভুলবে না, "আই অ্যাম সরি"।শহীদ কাপুরকে এরপর দেখা যাবে ক্রিকেটারের ভূমিকায়, 'জার্সি' ছবিতে। আপাতত লকডাউনে শুটিং ভুলে মন দিয়ে সংসার করছেন এই 'কবির সিং'।

# বলিউড অভিনেতা জগদীপ মারা গেছেন



বলিউডের সুপরিচিত অভিনেতা জগদীপ আর নেই। তিনি মূলত কৌতুক অভিনেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। বুধবার মুম্বাইয়ে নিজের বাড়িতেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন জগদীপ (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর পুরো নাম সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ জাফরি। তবে জগদীপ নামেই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তিনি, বলিউডে এ নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি বলিউড অভিনেতা ও নৃত্য শিল্পী জাভেদ জাফরি ও নাভেদ জাফরির বাবা।

গতকাল বুধবার রাত ৮টা ৪০ মিনিটে জগদীপ শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। রাত ১১টায় টুইট করে প্রথমে অভিনেতা অজয় দেবগন খবরটি প্রকাশ করেন। জগদীপকে স্মরণ করে অনেকে টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি প্রকাশ করেন। অজয় দেবগন টুইট করে লিখেছেন, 'জগদীপ সাবের চলে যাওয়ার খবর শুনলাম। পর্দায় তাঁকে দেখতে দারুণ লাগত। দর্শকের মনে এত খুশি এনে দিতেন তিনি। জাভেদসহ তাঁর পরিবারকে আমার সমবেদনা। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।' অভিনেতা জনি লিবার তাঁর প্রথম ছবির অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। হনসল মেহেতা লিখেছেন, 'সমবেদনা জাভেদ জাফরিসহ গোটা পরিবারকে। একটা প্রশস্ত হাসি দিয়েই তাঁকে চিরকাল মনে রাখা হবে। প্রিয়দর্শনের "মুসকুরাহাট" ছবিতে অসামান্য অভিনয় করেছিলেন জগদীপ সাব। আমার সেরা লাগে তাঁর ওই ছবিটাই।"

বার্ধক্যজনিত কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলে অভিনেতা জগদীপের পরিবার সূত্রে জানা গেছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। 'শোলে', 'পুরানা মন্দির'-এর মতো একাধিক হিট ছবিতে অভিনয় করেছেন জগদীপ। ৭০ ও ৮০-র দশকে অনেক ছবিতে কমেডিয়ানের চরিত্রে দেখা গেছে তাঁকে। তাঁর ব্যতিক্রম কণ্ঠ এবং পর্দায় ভিন্ন রকমের পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছে দর্শককে। 'শোলে' ছবিতে সুরমা ভুপালির চরিত্রে অভিনয় করে সাড়া ফেলেছিলেন তিনি। ছবিতে তাঁর কণ্ঠে আলোচিত সংলাপ 'মেরা নাম সুরমা ভোপালি অ্যায়সে হি নেহি হ্যায়' এখনো দর্শকদের মনে গেঁথে রয়েছে। ১৯৮৮ সালে ওই নামে একটি ছবি পরিচালনাও করেছিলেন তিনি। অনেক ছবিতে মুখ্য চরিত্রেও কাজ করেছেন জগদীপ, তাঁকে কেন্দ্র করেই ছবির গল্প এগিয়েছে।

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে চার শতাধিক ছবিতে কাজ করেছেন জগদীপ। এর মধ্যে 'আন্দাজ আপনা আপনা', 'ব্রহ্মচারী', 'কুরবানি', 'শাহেনশাহ', 'নাগিন'-এর মতো সুপারহিট ছবিও আছে। 'আন্দাজ আপনা আপনা' ছবিতে সালমান খানের বাবা বাঁকেলালের ভূমিকাতেও তিনি দারুণ অভিনয় করেছেন। সাদাকালো যুগে শিশুশিল্পী হিসেবে জগদীপকে দেখা গেছে বিমল রায়ের 'দো বিঘা জমিন', 'কা আব্বাস মুন্না' এবং গুরু দত্তর 'আর পার' ছবিতে। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভি, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সূত্রে জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার শিয়া কবরস্থানে তাঁর মরদেহ দাফন করা হবে।

# পাঁচটি পয়সাও পাননি কৃষ্ণকলি

কলার টিউন থেকে ইউটিউব, কত জায়গাতেই না গান শুনিয়ে যাচ্ছেন কাজী কৃষ্ণকলি ইসলাম। অর্থাৎ এসব প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাঁর গান। মনিটাইজ করা বহু ইউটিউব চ্যানেল মেধাস্বত্ব আইন ভেঙে ব্যবহার করছে তাঁর গান। এসব প্ল্যাটফর্ম থেকে কখনো কোনো সম্মানী পাননি কৃষ্ণকলি। নিজের গানগুলোকে একত্র করতে সম্প্রতি একটি ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন এই শিল্পী। কৃষ্ণকলি অফিসিয়াল নামের ওই চ্যানেলে তাঁর নতুন গানগুলোর সঙ্গে ধীরে ধীরে পাওয়া যাবে পুরোনো গানগুলো।

কৃষ্ণকলির অ্যালবামগুলো ছিল জনপ্রিয় ও ব্যবসাসফল। শিল্পী হিসেবে তিনি পেয়েছেন গ্রহণযোগ্যতা ও খ্যাতি। ২০০৭ সালে 'সূর্যে বাঁধি বাসা' অ্যালবামটি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। 'আলোর পিঠে আঁধার' ও 'বুনোফুল' নামে পরে আরও দুটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন তিনি। ২০১০ সালে 'মনপুরা' সিনেমায় 'যাও পাখি বলো তারে' গানটির জন্য শিল্পী চন্দনা মজুমদারের সঙ্গে যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ নারী কণ্ঠশিল্পী হিসেবে পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। এ ছাড়া তিনি মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারও পেয়েছেন।এতকাল পরে কেন ইউটিউবে চ্যানেলের কথা ভাবছেন এই শিল্পী? কৃষ্ণকলি বলেন, 'ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে আমার গাওয়া গানগুলো লাখ লাখ ভিউ হয়ে আছে। সেসব জায়গা থেকে এখন পর্যন্ত একটা চৌকোনা পাঁচ পয়সাও আমি পাইনি। আগেও টেলিকমগুলো কলার টিউন হিসেবে আমার গানগুলো ব্যবহার করেছে। সেখান থেকেও কোনো পয়সা আসেনি। এতকাল করে মনে হলো আমার একটা অবস্থান নেওয়া দরকার।' কৃষ্ণকলি মনে করেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের একজন শিল্পী হিসেবে নিজের মেধাস্বত্ব ফিরে পাওয়ার অধিকার রাখেন তিনি। তিনি বলেন, 'আইন অনুযায়ী আমার ইনটেলেকটুয়াল প্রোপার্টি পাঁচ বছরের বেশি কেউ অউন করতে পারবে না।

বুধবার আগরতলায় বিজেপি প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

# দেশ প্রধানমন্ত্রীর জনকল্যাণমুখী নীতিতে আস্থা দেখিয়েছে : নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি. স.): দেশের একাধিক রাজ্যে বিধানসভা উপনির্বাচন ভাল ফল করার পাশাপাশি বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভাল ফল করায় উচ্ছ্বসিত বিজেপি। মধ্যরাতে গিয়ে সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার টপকে যায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। এবারের নির্বাচনে জোটসঙ্গী জেডিইউ - কে টপকে গিয়েছে বিজেপি। আরজেডি কড়া টক্কর দিলেও শেষরক্ষা করতে পারেনি মহাজোট। অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ শিবরাজ সিং চৌহানের সরকার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা উপনির্বাচনের পর পেয়ে গিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানায় বিধানসভা উপনির্বাচনে অসাধারণ ফল করেছে গেরুয়া শিবির। দলের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বকেই কুর্নিশ জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। দলের এই অভূতপূর্ব সাফল্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, এই জনাদেশের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁর নেতৃত্বেই ভারত বিশ্বের শক্তিধর দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে যেখানে সমৃদ্ধি, সুরক্ষা এবং এগিয়ে যাওয়ার সমান সুযোগ সবাই পাবে। বিহার বিধানসভা নির্বাচন হোক বা কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, মণিপুর, তেলেঙ্গানার উপ নির্বাচন সমগ্র রাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রীর জনকল্যাণমুখী নীতির প্রতি অটুট বিশ্বাস বজায় রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের বিশ্বাস আরো বেশি সুদৃঢ় হয়েছে। এই নির্বাচনের ফলাফল সেই উদাহরণ বহন করে চলেছে।

দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে এনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, করোনা মহামারীর কঠিন সময় দেশ যখন প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে তখন মোদী সরকার গরীব এবং শ্রমজীবী মানুষের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করার পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য করেছে। মানবতার সেবায় এটি অনুপম উদাহরণ হয়ে থাকবে। জনগণ সরকারের কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিহারবাসী বিভাজনের রাজনীতি, পরিবারতন্ত্র, দুর্নীতিকে খারিজ করে দিয়েছে। বিহারবাসী প্রধানমন্ত্রী বিকাশ যাত্রায় আস্থাশীল থেকেছে। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে রাজ্যবাসী চাহিদাগুলো পূরণ করা হবে।

## আলিপুরদুয়ারে হাতির হামলায় মৃত চা বাগানের চৌকিদার

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার অন্তর্গত ডিমডিমা চা বাগানে হাতির হামলায় মৃত্যু হল চা বাগানের এক চৌকিদারের। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম হরিলাল হেমব্রম (৩৩)। তিনি ডিমডিমা চা বাগানের চৌকিদার পদে কর্মরত ছিলেন। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, শিশুঝুমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিমডিমা চা বাগানের সদস্য জয়প্রকাশ টোপ্পো জানান, পাকা লাইনের বাসিন্দা হরিলাল বুধবার চা বাগানের ৯ নম্বর সেকশনে নজরদারি চালাতে গিয়ে হাতির সামনে পড়ে যান। ওই চৌকিদারকে গুরুতর জখম অবস্থায় বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হয়। রেঞ্জার বলেন, 'মৃতদেহটির ময়নাতদন্ত করা হবে। মৃতের পরিবার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী চার লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।'

## জনগণকে সচেতন করতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার বেলেঘাটা থানার পুলিশের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর ( হি স):করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। এরই মাঝে আগত কালীপুজো। কালীপুজো মানেই বাজি ফাটানোর রেয়াজ চলেই আসছে। কিন্তু করোনা আবহে বাজি ফাটানো এই বছর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আর তাই জনগণকে সচেতন করতে বুধবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার বেলেঘাটা থানার পুলিশের।

যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহর। কালীপুজো-দীপাবলিসহ পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন সমস্ত উৎসবে বাজি ফাটানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে বর্তমানের পরিস্থিতিতে অনেকেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে মাস্ক ছাড়া। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন সে কথা জানাতেই পথে নেমেছে বেলেঘাটা থানার পুলিশ কর্মীরা। পাশাপাশি বর্তমানের পরিস্থিতিতে যাতে কোনোভাবেই শহরবাসী এই বছর বাজি না ফাটায় তার জন্য প্রচার চালানো হয় পুলিশের তরফে। জনগণ যাতে মাস্ক পরে জীবাণুমুক্ত রাখে নিজেদেরকে তার জন্য প্রচার চালানো হয় পুলিশের তরফে।

## চলতি বছর কালী পুজোয় নিষিদ্ধ বাজি, নাকা চেকিং শুরু কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১১ নভেম্বর ( হি স): দেখতে দেখতে চলে এসেছে কালীপুজো। কালীপুজো মানেই সকলে মাতবে আলো থেকে বাজির আনন্দে। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে ভুগছে শহর। তাই এই বছর কালীপুজোয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে বাজি। এবার জনগণকে সচেতন করতে বাজি পরিবহন বন্ধের জন্য বুধবার থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় নাকা চেকিংয়ের শুরু কলকাতা পুলিশের।

কালীপুজো-দীপাবলিসহ পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন সমস্ত উৎসবে বাজি ফাটানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাই ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পুলিশ। সেজন্য রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মোট ১০০০টি অত্যাধুনিক যন্ত্র বসাচ্ছে তারা। কোথাও বাজি ফাটলেই এই যন্ত্র তা জানিয়ে দেবে থানায়। কোথায় বাজি ফাটানো হয়েছে তাও এই যন্ত্রের সাহায্যে জানতে পারবেন পুলিশকর্মীরা। আর তাই আগেভাগেই জনগণকে সচেতন করতে পথে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ট্যাক্সির ডিকি খুলে বাসের ভিতর উঠে নাকা চেকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। কেউ বাজি নিয়ে উঠছে কিনা বা কেউ বাজি নিয়ে যাচ্ছে কিনা সেদিকে কড়া নজর পুলিশের।

## পুর প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অলকা সেন মজুমদার

বাঁকুড়া, ১১ নভেম্বর ( হি. স.) : বুধবার এক অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া পৌরসভার নবনিযুক্ত প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলে অলকা সেন মজুমদার। তিনি বাঁকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা পৌর প্রশাসক মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত এর সলাভিষিক্ত হলেন।

রাজ্যের পৌরসভা গুলির মেয়াদ শেষ হলেও করোনা পরিস্থিতিতে নির্বাচন করা সম্ভব না হওয়ায় চেয়ারম্যানকেই পুর প্রশাসক মনোনীত করে পৌরসভার যাবতীয় পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে। বাঁকুড়া পৌরসভাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানের চেয়ারম্যান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্তই প্রশাসক হিসেবে কাজ চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু আচমকাই গতকাল বিকালে মহাপ্রসাদ সেনগুপ্তকে সরিয়ে জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভানেত্রী অলকা সেন মজুমদারকে প্রশাসক নিযুক্ত করার নির্দেশ আসে নবান্ন থেকে। এই নির্দেশ আসার পর বুধবারই মহাপ্রসাদ সেনগুপ্তকর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অলকা সেন মজুমদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন পুরসভার ফিনান্স অফিসার। প্রশাসক পদে রদবদল ঘটানোর ফলে তৃণমূলের অন্দরে যেমন চাঞ্চল্য ছড়িয়ে ছড়িয়েছে তেমনি জেলার রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। ৫ বছর পুরসভা চালানোর পর কি এমন ঘটল যে প্রশাসক বদলের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এ নিয়ে গত দুদিন ধরে জেলার রাজনীতিতে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। এদিকে বাঁকুড়ায় শুভেন্দু অধিকারীর আগমন উপলক্ষে কয়েক দিন ধরে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে শুভেন্দুর ছবি ফ্লেক্স ফেস্টুনে ছেয়ে গেছে। দলের কিছু নেতা যে শুভেন্দুর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াচ্ছেন পুর প্রশাসক বদল নিয়ে তারও আঁতিপাতি খোঁজ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে অলকা সেন মজুমদার দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর। বাম আমলে তিনি পুরসভায় যে ভাবে লড়াই করতেন তা সর্বজনবিদিত। এই পুর বোর্ডের আগের পুর নির্বাচনে সিপিএমের হাত থেকে পুরসভা ছিনিয়ে নিতে তার ভুমিকা ছিল অনেকখানি। কিন্তু তাকে চেয়ারম্যান পদ না দিয়ে শম্পা দরিপাকে চেয়ারম্যান করা হয়। তখন যেমন তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে দলের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিলেন গত নির্বাচনেও তাকে পুর চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত না করায় একই ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। মহাপ্রসাদ সেনগুপ্তর ডেপুটি হিসাবে অলকা অনুগামী দীলিপ আগরওয়ালকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও গত ৫ বছরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বহুবার বাদানুবাদ দেখা গিয়েছে। একসময় তো দীলিপ আগরওয়াল পদত্যাগ পত্র পর্যন্ত দিয়ে বসেন। দল অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এই দুই কাউন্সিলরকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। মহাপ্রসাদ সেনগুপ্তর বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে পুর নাগরিকদেরও। সেদিকে তাকিয়ে এবং সামনের বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে কালীঘাট থেকেই এই নির্দেশিকা বলেই রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ। প্রশাসক পদে দায়িত্ব নিয়ে অলকা সেনমজুমদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত অনেক উন্নয়ন মুলক কাজ করছেন। তার সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই। দল আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে। আমার সঙ্গে দীলিপ আগরওয়াল ও গৌতম দাসকে সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে। আমি ওই দুই ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে পুরসভার ২৪ টি ওয়ার্ডেই সমান পরিষেবা দিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করব। তিনি বলেন, আমাদের প্রথম কাজ হবে মুখ্যমন্ত্রী জেলার বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য যে প্রকল্প দিয়েছেন তার বাস্তব রূপায়ণ। এখনও সব ওয়ার্ডে পানীয় জল পৌঁছাতে পারিনি আমরা। তাড়াতাড়ি যাতে প্রত্যেকটি ওয়ার্ড বিশুদ্ধ পানীয় জল পায় তার ব্যবস্থা করব। সহকারি পুর প্রশাসক দীলিপ আগরওয়াল বলেন আমরা একটা টিম ওয়ার্ক করে কাজ করব। প্রত্যেক কাউন্সিলরের কাছেই পরামর্শ নেব। মহাপ্রসাদ সেনগুপ্তর অভিজ্ঞতাও কাজে লাগাব। তার সাথে আলোচনা করেই আমরা কাজ করব। এদিন তৃনমূলের মাদার সংগঠনের সাথে দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন থেকে অলকা সেন মজুমদারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

# অফিস ফিরতি পথে শিয়ালদহ স্টেশনে চেনা ভিড়

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর করোনা আবহে চালু হয়েছে লোকাল ট্রেন। লোকাল ট্রেন চালু হতেই ফের মুখে হাঁসি ফুটেছে নিত্যযাত্রীদের। বুধবার লোকাল চালু হতেই অফিস টাইমে লক্ষ্য করা গিয়েছিল ভিড়। অফিস টাইমে ভিড়ের মতই অফিস ফিরতি পথে শিয়ালদহ স্টেশনে চেনা ভিড়।

করোনা আবহের শুরু থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল লোকাল ট্রেন পরিষেবা। তবে, কিছু স্টাফ স্পেশাল ট্রেন চললেও এতদিন পর্যন্ত চলছিল না লোকাল ট্রেন। দীর্ঘ সাড়ে সাত মাস অপেক্ষার পর বুধবার ফের চাকা ঘুরল লোকাল ট্রেনের। লোকাল ট্রেন চলতেই প্রথম দিনেই অফিস ফিরতি পথে মানুষের ঢল। তবে, করোনা বিধি মানার জন্য যাত্রীদের সতর্ক করছেন নিরাপত্তা কর্মীরা।ভিড় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে নিরাপত্তা কর্মীরা। বুধবার থেকে শিয়ালদহ ডিভিশনে চলছে ৪১৩টি ট্রেন। শিয়ালদহ উত্তর ও মেইন শাখায় চলছে ২৭০টি ট্রেন। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ১৪৩টি ট্রেন চলছে।তবে, ট্রেন চালুর প্রথম দিনই শিয়ালদহ সাউথ সেকশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন।

# জেডিইউ-র পতনের জন্য বিজেপি দায়ী : দ্বিগ্বিজয় সিং

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনে শক্তিশালী দল হিসেবে উঠে এসেছে বিজেপি এবং আরজেডি। যুযুধান এই দুটি দলই শেষ পর্যন্ত টানটান লড়াই করে গিয়েছে। কিন্তু বিজেপির জোটসঙ্গী জেডিইউর আসন সংখ্যা উল্লেখজনকভাবে কমেছে। নির্বাচনের টেবিলে কার্যত তিন নম্বরে নেমে এসেছে জেডিইউ। অন্যদিকে লোকজন শক্তি পার্টির অবস্থাও ভাল। তাদের মাত্র একজন প্রার্থী নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে পেরেছেন। যদিও লোক জনশক্তি পার্টির সঙ্গে কেন্দ্রে জোট থাকলেও বিহারে কোন জোট করেনি বিজেপি। কিন্তু জেডিইউ এবং লোক জনশক্তি পার্টির নির্বাচনী ভরাডুবির জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিং।

বুধবার টুইট বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, কূটনীতি অবলম্বন করে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে বিজেপি। রামবিলাস পাসওয়ানের পরম্পরাকে ধ্বংস করে ছেড়েছে গেরুয়া শিবির। এই মুহূর্তে বিহারের রাজনৈতিক গণ্ডি নীতীশ কুমারের জন্য খুব ছোট হয়ে গিয়েছে। তাঁর উচিত জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা। জাতীয় স্তরে যে বিভাজনের রাজনীতি চলছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজবাদীদের সহায়তা করতে এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা উচিত। দেশের বিভিন্ন অংশে নির্বাচনে ভরাডুবি এবং বিহারে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের পরও রাহুল গান্ধীর প্রতি আস্থা দেখিয়েছেন দ্বিগ্বিজয় সিং। নিজের অপর এক টুইট বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, দেশের একমাত্র আদর্শের জন্য লড়াই করে চলেছেন রাহুল গান্ধী। এন ডি এ জোটসঙ্গীতের উচিত আদর্শের রাজনীতি কি জিনিস তা বোঝা। আদর্শচ্যুত রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্ব কখনোই রাজনীতিতে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। উল্লেখ করা যেতে পারে এবারের নির্বাচনে লোক জনশক্তি পার্টি ১৩৭ আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। তারা জিতেছে কেবলমাত্র একটি আসনে। জেডিইউ জিতেছে মাত্র ৪৩ আসনে।

## নাগাল্যান্ডে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বাজি বিক্রি, জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত আদেশ বলবৎ থাকবে

কোহিমা, ১১ নভেম্বর (হি.স.) : বাজি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নাগাল্যান্ড সরকার। ২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। বাজির রাসায়নিক উপাদান শ্বাসযন্ত্রে মারাত্মক ক্ষতি করবে এবং তাতে করোনা আক্রান্তদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নাগাল্যান্ডের গৃহ দফতর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। দীপাবলি উৎসবের আগে এই সিদ্ধান্তে বাজি বিক্রেতারা ভীষণ অসন্তুষ্ট।

নাগাল্যান্ডে করোনা-প্রকোপ বেড়েই চলেছে। তাছাড়া, শীত মরশুমে বয়স্ক নাগরিক এবং শিশুদের সর্দি, কাশি সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। ফলে, এই সময়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে। তাছাড়া, অন্য রোগে আক্রান্তদের করোনা-র প্রকোপ ভীষণ চিন্তায় রেখেছে। ফলে, বাজির ধোঁয়া থেকে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা বাড়তে পারে বলে স্বাস্থ্য দফতর সতর্ক করেছে।

স্বাস্থ্য দফতরের সতর্কতার ভিত্তিতে মঙ্গলবার থেকেই নাগাল্যান্ডে বাজি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ১০ নভেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত নাগাল্যান্ডে সমস্ত বাজি বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। জনস্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাথে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, আদেশ অমান্য করে বাজি বিক্রি কিংবা পোড়াতে দেখা গেলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সমস্ত জেলায় ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ কমিশনার এবং জেলা পুলিশ সুপারদের সামগ্রিক বিষয়ের উপর নজরদারি চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## বর্ধমানের দেবী সর্বমঙ্গলা পাষাণ কালী রূপে পূজিত হচ্ছেন বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ১১ নভেম্বর ( হি. স.) : ৩০০ বছরের অধিককাল ধরে বাঁকুড়ার কুচকুচিয়ায় পাষাণ কালী মন্দিরে পাষাণ কালী রূপে পূজিত হচ্ছেন বর্ধমান রাজপরিবারের দেবী সর্বমঙ্গলা।

৩২২ বছর আগে কালী সাধক শ্রী হরি আচার্য বর্ধমান রাজ পরিবার থেকে বিগ্রহ এনে তার কুচকুচিয়াসিত বাড়ি সংলগ্ন সানে খড়ের চালা করে দেবী বিগর্হকে প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক বাংলা ১১০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাষাণ কালী। সেই সময় শ্রীহরি আচার্য পঞ্চমুন্ডির আসনে মা কে প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রী হরি আচার্যের( ষষ্ঠ পুরুষ) বংশধর সমীর আচার্য একথা জানিয়ে বলেন শ্রী হরি আচার্য মা কালীর উপাসক ছিলেন। বাড়ির সংলগ্ন একস্থানে ঘট স্থাপন করে তিনি মায়ের পূজা শুরু করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি স্বপ্ন পান মা কালীর। স্বপ্নে জানতে পারেন বর্ধমানের রাজপরিবারে তিনি দেবী সর্বমঙ্গলা রূপে পূজিত হচ্ছেন কিন্তু রাজপরিবারের পূজার নিয়ম নিষ্ঠার অভাবে তিনি অসন্তুষ্ট ,এভাবে চললে রাজপরিবারের ক্ষতি হবে, রাজার একমাত্র পুত্রের জীবনহানি ঘটতে পারে। শ্রী হরি আচার্য মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে বর্ধমান রাজ পরিবারে গিয়ে হাজির হন এবং তৎকালীন রাজা অভয় চাঁদ মেহতাব কে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত জানান।তার কথা শুনে রাজা অভয় চাঁদ শ্রী হরি আচার্যকে মায়ের বিগ্রহ নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার সম্মতি প্রদান করেন। তারপরই শ্রী হরি আচার্য বর্ধমান থেকে বিগ্রহ নিয়ে এসে বাঁকুড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় কাল থেকে দেবী সর্বমঙ্গলা পাষাণ কালী রূপে পূজিত হচ্ছেন।

শ্রী হরি আচার্যের পর বংশানুক্রমে ভগবান আচার্য, সৃষ্টি আচার্য , চাকর আচার্য, তারাপদ আচার্য ,করালি আচার্য ,পূজার্চনা করেন, বর্তমানে ওই বংশের ষষ্ঠ পুরুষ সমীর আচার্য সেই ধারা বজায় রেখে চলেছেন।

সমীর বাবু জানান তাদের পূর্বসূরী চাকর আচার্য একজন বড় তন্ত্রসাধক হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। জনশ্রুতি রয়েছে তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য তিনি নাকি নরমাংস ভক্ষণ করেন। এই ঘটনা তৎকালীন সময়ে জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সেই সময়ই বাংলা ১২৬৭ সালে চাকর আচার্য খড়ের চালের পরিবর্তে পাকা মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের সম্মুখেই রয়েছে এক বিরাট জলাশয়। বোষ্টম পুকুর নামে পরিচিত এই পুকুরে নাকি মা কালী স্নান করতে নামেন স্থানীয় ভক্তদের এমনই বিশ্বাস। তাদের আরো বিশ্বাস যে ভোর বেলায় নুপুরের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় সেইসময়ই নাকি মা পুকুরে স্নান করতে নামেন। একবার নাকি এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। হঠাৎ করে মন্দিরে মায়ের মূর্তি অদৃশ্য হয়ে যায়- এই ঘটনা চারদিকে

ছয়ের পাতায়

## নীতীশ ও সুশীলকে কখনই সমর্থন নয় : চিরাগ পাসোয়ান

পাটনা, ১১ নভেম্বর (হি.স.): পুনরায় বিহারের কুর্সিতে বসতে চলেছেন নীতীশ কুমার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন সুশীল মোদীই। কিন্তু, নীতীশ ও সুশীলকে কখনই সমর্থন করবেন না বলে জানিয়ে দিলেন লোক জনশক্তি পার্টির সভাপতি চিরাগ পাসোয়ান। তবে, কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁরা সমর্থন করবেন সেটাও জানিয়েছেন চিরাগ। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি লোক জনশক্তি পার্টি। মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করেছে চিরাগের দল।

বুধবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে চিরাগ বলেছেন, ""বিহারবাসীর ভালোবাসায় আপ্লুত, প্রায় ২৫ লক্ষ ভোটার "বিহার প্রথম, বিহারি সর্বাগ্রে"-কে সমর্থন করেছেন। নির্বাচনে একা লড়ে আমরা ৬ শতাংশ ভোট নিশ্চিত করেছি। আমরা সাহস দেখিয়েছি।" নীতীশ ও সুশীলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে চিরাগ বলেছেন, "নীতীশ ও সুশীল মোদীকে সমর্থন করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তিনি (নীতীশ কুমার) যদি আমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন, রাজ্যস্তরে আমার কোনও সমর্থন থাকবে না। তবে, কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁরা সমর্থন করব।"

## কর্মী নিয়োগ ঘিরে উত্তপ্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে

কলকাতা, ১১ নভেম্বর ( হি. স.) : করোনা আতঙ্কে একপ্রকার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার জোগাড় শহরবাসীর। এরই মাঝে ফের কলকাতা মেডিকেল কলেজে বিক্ষোভ। কর্মী নিয়োগ ঘিরে বুধবার উত্তপ্ত হয়ে উঠলো কলকাতা মেডিকেল কলেজে চত্বর।

জানা যাচ্ছে, কলকাতা মেডিকেল কলেজে কর্মী নিয়োগ নিয়ে শুরু হয়েছে দু"পক্ষের মধ্যে বচসা। অভিযোগ, পুরনো কর্মীদের বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে নিয়োগ তালিকা থেকে। করোনা কাঁটায় লকডাউনের জেরে রোজ আসতে না পারায়, সেই সময় ২০জন নতুন কর্মীকে নিয়োগ করা হয়। নতুন কর্মীদের দাবি, তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। নতুন কর্মীদের অভিযোগ পুরনো কর্মীরা তাদের কাজে যোগ দিতে দিচ্ছেন না। পুরনো কর্মী নতুন কর্মীদের বাদানুবাদে উত্তপ্ত কলকাতা মেডিকেল চত্বর। বাদানুবাদ একসময় পৌঁছায় হাতাহাতিতে। করোনা ওয়ার্ডে নিয়োগের জন্যই দুই পক্ষ লড়াই করছেন বলে অভিযোগ।

## ট্রেন চালানোর দাবিতে স্মারকলিপি পেশ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

বাঁকুড়া, ১১ নভেম্বর ( হি. স.) : অবিলম্বে বাঁকুড়া আদ্রা ও হাওড়া বিভাগে ট্রেন চালানোর দাবিতে বুধবার দুপুরে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া ষ্টেশনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং বিভাগীয় রেল আধিকারিক এর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

করোনা মোকাবিলায় দীর্ঘ ৭মাসের অধিক কাল ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। আজ রাজ্যের হাওড়া শিয়ালদাহ সহ সন্নিহিত এলাকায় লোকাল ট্রেন চালু হয়েছে কিন্তু বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুরের মত এলাকায় এখনও পর্যন্ত রেল যোগাযোগ চালু করা হয়নি।এরফলে এইসব এলাকার মানুষেরা চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। অবিলম্বে করোনা মোকাবিলার সমস্ত রকম বিধি নিষেধ চালু রেখে বাঁকুড়া- আদ্রা -খড়গপুর- হাওড়া ডিভিশনে অন্ততপক্ষে কিছু ট্রেন চালানোর দাবি জানিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আদ্রা ডিভিশন আধিকারিক এর উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া স্টেশন ম্যানেজার এর হাতে স্মারক লিপি তুলে দেওয়া হয়।

জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তীর্থঙ্কর কুন্ডু , জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র তথা পৌর প্রশাসক বোর্ডের অন্যতম সদস্য দিলীপ আগারওয়াল, পৌর প্রশাসক অলকা সেনমজুমদার, তৃণমূল নেতা সুব্রত দরিপা বাঁকুড়ার বিধায়ক শম্পা দরিপা নেতৃত্ব দেন। তৃণমূলের মুখপাত্র দিলীপ আগারওয়াল বলেন করোনা পরিস্থিতি ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ থাকায় এলাকার মানুষ সমস্যায় পড়েছেন যেহেতু করো না বিধি মান্য করে লোকাল ট্রেন চালু হয়েছে রাজ্যে- সেই মোতাবেক বাঁকুড়া পুরুলিয়া আদ্রা খড়গপুর বিভাগে ট্রেন চলাচল চালু করা হোক।তিনি বলেন আমরা শিরোমনি প্যাসেঞ্জার, হলদিয়া এক্সপ্রেস ও বাঁকুড়া মশাগ্রাম এই তিনটি ট্রেন অবিলম্বে চালু করার দাবি জানিয়েছি।

বুধবার আগরতলায় ত্রিপুরা মিল সমিতি শ্রম কমিশনে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

# ময়নাগুড়িতে ফের ২৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিশ, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২২৫ জন

ময়নাগুড়ি, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ময়নাগুড়িতে ফের ২৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণের হদিশ মিলেছে। এখনও পর্যন্ত জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,২২৫ জন। এরমধ্যে ১,১৫০ জনেরও কিছু বেশি সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন।

বুধবার ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্তের মধ্যে কয়েকজন শহরের বাসিন্দা। বাকিরা ব্লকের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। আক্রান্তদের হোম আইসোলেশনে রাখার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ময়নাগুড়ি পলিটেকনিক কলেজ সেফ হোমে বর্তমানে রয়েছেন ৪৮ জন। সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে। ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীরা চিকিৎসার জন্য এলে কোভিড টেস্ট বাধ্যটতামূলক করা হয়েছে।

# জাতীয় সড়কে চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির সুকনা রেঞ্জের পোখরং বিটের মুতিয়াদাড়া এলাকায় ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কে জাতীয় সড়কে চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার সকালে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়।

এদিন স্থানীয়রা প্রথম চিতাবাঘের দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। বনদপ্তরের অনুমান, এদিন সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। গাড়ির ধাক্কায় চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতেও গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গিয়েছিল মহানন্দা অভয়ারণ্যের একটি চিতাবাঘের।

# কোচবিহারে নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৫৩ জন

কোচবিহার, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার কোচবিহার জেলায় নতুন করে ৫৩ জনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। এই নিয়ে জেলায় মোট সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮,৮৫৮। আগে সংক্রামিত ৯৩ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সংক্রামিতদের মধ্যে কোচবিহার সদর মহকুমায় ১৮, দিনহাটায় ৯, মাথাভাঙ্গায় ৫, তুফানগঞ্জে ৬ ও মেখলিগঞ্জে ১৫ জন রয়েছেন। করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। বর্তমানে সক্রিয় রোগী রয়েছে ৫৩৭জন।

## বাঁকুড়ায়

**পাচের পাতার পর**

হৈ হৈ পড়ে যায়। পরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে চাকর আচার্য পুকুর থেকে দেবী মূর্তি তুলে নিয়ে আসেন। এরকম বহু ঘটনা জনশ্রুতি হয়ে রয়েছে। মন্দিরে পঞ্চমুন্ডির আসন থাকার কারণে তন্ত্র সাধনার অন্যতম পীঠস্থান বলেও পাষাণ কালী মন্দিরের পরিচিতি রয়েছে।

সম্প্রতি এই মন্দিরে আধুনিকীকরণ হয়েছে।মার্বেল পাথরের দ্বারা তৈরি হয়েছে মন্দির ,মন্দির সম্মুখে তন্ত্রসাধক বামাক্ষ্যাপা সহ দশমহাবিদ্যার মূর্তি শোভা পাচ্ছে। ৩০০বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখে প্রতিবছরই কালীপুজোর দিন মহা ধুমধাম করে পূজার্চনা হয় । বহু দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে হাজির হন। পুজো চলে সারা রাত্রি ধরে -পুজো শেষে হয় ছাগ বলি।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# শব্দবাজি রুখতে হাজারটি অত্যাধুনিক যন্ত্র বসাচ্ছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

কলকাতা, ১১নভেম্বর (হি. স.) : চলতি বছরে করণা পরিস্থিতিতে শব্দবাজি উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়কে বহাল রেখেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এবার বাজি ফাটানোয় রাশ টানতে কোমর বেঁধে নামল দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও কলকাতা পুলিশ।

দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কলকাতা পুলিশকে হাজারটি অত্যাধুনিক যন্ত্র দিয়েছে। যেগুলি বিভিন্ন থানা এলাকায় ভাগ করে বসাবে কলকাতা পুলিশ। এই অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে কোথায় কত ডেসিবেল শব্দ বাজি ফাটছে তা জানতে পারবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এর আধিকারিক এবং পুলিশকর্মীরা। এমনকি এই যন্ত্র থেকে সেই বাজি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যের প্রিন্ট আউট বেরিয়ে আসবে। যা দেখে পরবর্তী পর্যায়ে পদক্ষেপ নিতে পারবে পুলিশ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকরা।

কালীপুজোর আগে কলকাতা পুলিশকে ১০০০টি জিপিএস বসানো মাইক্রোফোন দিয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। বিভিন্ন থানা এলাকায় ভাগ করে লাগানো হবে এই যন্ত্রগুলি। কোথাও বাজি ফাটালেই পুলিশ আধিকারিকরা জানতে পারবেন নির্দিষ্ট সেই জায়গার নাম। সঙ্গে সঙ্গে অভিযান চালিয়ে ধরা যাবে আইনভঙ্গকারীদের। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে পুলিশ কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণপর্ষদ।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র বলেন, 'এই যন্ত্রগুলি পুলিশকে ঠিক কোথায় বাজি ফাটছে তা সহজে বুঝতে সাহায্য করবে। যার ফলে দ্রুত পদক্ষেপ করতে পারবেন পুলিশকর্মীরা।' কল্যাণ রুদ্র বাবু আরও জানান, 'পুলিশকর্মীদের আমরা এই যন্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তার পরও কোনও সমস্যা হলে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্মীরা তাঁদের সাহায্য করবেন। শব্দবাজি ছাড়াও লাউডস্পিকার ও সাউন্ড বক্সের আওয়াজ চিহ্নিত করা যাবে'।

# বিহার ভোটে 'মিম'-এর দাপট দেখে বাংলায় তৃণমূল শিবিরেও জল্পনা

কলকাতা, ১১ নভেম্বর (হি. স.) : বিহার ভোটে অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন (এমআইএম)-এর দাপট দেখে বাংলায় তৃণমূল শিবিরেও জল্পনা শুরু হয়েছে।

বিহারে ২০টি আসনে লড়ে ৫টি আসন দখল করেছে। এর মধ্যে ৪টিই পশ্চিমবঙ্গের গা-ঘেঁষা। আরও অনেক বেশি আসনে এমআইএম 'মহাগঠবন্ধন'-এর মুসলিম ভোটে ভাগ বসানোর বিজেপির সুবিধে হয়ে গিয়েছে। এ সব আসনেরও অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, উত্তর দিনাজপুরের লাগোয়া।

মিম-এর তরফে আগামি একুশের ভোটে; ২৯৪ টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলায় এখনও সংখ্যালঘু অধুষ্যিত এলাকায় তৃণমূলের প্রতি আলাদা ভরসা রয়েছে। তবে সেই সমর্থনকে নিজেদের দিকে ঘোরাতে; পিছপা হচ্ছে না ওয়েইসির মিম। কোমর বেঁধে তারা ময়দানে নেমে পড়েছে। বিহারে ভোটের প্রচারে গিয়েই ওয়েইসি ঘোষণা করেছেন, আগামী বছর তিনি বাংলার বিধানসভার ভোটের ময়দানে নামবেন। যার পুনরাবৃত্তি তিনি আজও করেছেন। বিহারে আরজেডি এবং কংগ্রেসের মুসলিম ভোটব্যাঙ্কে ওয়েইসি ভাগ বসানোয় রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত সীমাঞ্চলেই বিজেপি তথা এনডিএ জোট ভাল ফল করেছে। ভোট কাটা প্রসঙ্গে ওয়েইসির বক্তব্য, "ভোটারেরা কি বাঁধা দাস? সব সময়েই কি একই দলকে ভোট দিতে হবে? "প্রয়োজনে মহাগঠবন্ধনকে সমর্থন করা নিয়ে ওয়েইসির বক্তব্য, "চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত না হলে এ নিয়ে মন্তব্য করা উচিত নয়।" পশ্চিমবঙ্গে আগামী বছর বিধানসভা ভোটে ওয়েইসির দলের জন্য বিহারের ফলের পুনরাবৃত্তি হবে কি না, তা নিয়ে বাংলার শাসক শিবিরে অঙ্ক কষা শুরু হয়েছে। কারণ বিহার ঘেঁষা উত্তর দিনাজপুরের সঙ্গে কলকাতার উর্দুভাষী এলাকাতেও হালফিলে এমআইএম সক্রিয়। এক বছর আগে সাগরদীঘির সভা থেকে মিমকে বিজেপির বড় দালাল বলে তোপ দেগেছেন তৃণমূল নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ওয়েইসিকে এক হাত নিয়ে বলেন; টাকা দেখিয়ে বাংলায় এসে মুসলিমদের পাশে দাঁড়াবে বলছে কেউ কেউ। মুসলিমদের জন্য লড়ার অঙ্গীকার করছে। কিন্তু ওরাই তো বিজেপির সবচেয়ে বড় দালাল; ওরা আবার মুসলিমদের পাশে কি দাঁড়াবে; বলে ওয়েসির বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, বাংলায় মুসলিমরা সুরক্ষিত নয় বলে বিস্ফোরক দাবি করেন ওয়েইসি।হায়দরাবাদের এই সাংসদকে যখন; বারে বারে বিজেপির "বিটিম" ও বিজেপি ঘেষা বলে তকমা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে আক্রমণ শানিয়ে গত ১৯ নভেম্বর ওয়েইসি বলেছেন; হায়দরাবাদের মুসলিমদের নিয়ে যদি মুখ্যমন্ত্রীর এত অসুবিধে হয়; তাহলে বাংলায় বিজেপি ১৮ টি আসন পেল কি করে।

তৃণমূল নেতৃত্বের হিসেব অনুযায়ী, পাঁচটি আসনে জেতার পাশাপাশি আরও অন্তত সাত থেকে আটটি আসনে ওয়েইসি ভোটের ফলের গতিমুখ ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তা হলে বাংলায় কী হবে?

তৃণমূল সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, ওয়েইসির প্রভাব মূলত উর্দুভাষী মুসলিমদের মধ্যে। বাংলার মুসলিমদের মাত্র ৬ শতাংশ উর্দুভাষী। বাংলাভাষী মুসলিমদের মধ্যে তাঁর প্রভাব এখনও অনুপস্থিত।

## শিক্ষামন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

৪৭৮ জনের নমুনায় ৩৯.৫৩ শতাংশ, ঊনকোটি জেলায় ৩৪৮ জনের নমুনায় ৩৭.০৬ শতাংশ, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬২৯ জনের নমুনায় ২২.০৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৬১৪ জনের নমুনায় ১৯.৭০ শতাংশের দেহে এন্টিবডি পাওয়া গেছে।

তিনি বলেন, সবচেয়ে কম এন্টিবডি পাওয়া গেছে উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় নমুনা পরীক্ষায়। তাঁর দাবি, সম্প্রতি করোনা আক্রান্তের অধিকাংশই উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরার বাসিন্দা রয়েছেন।

## কারবারী

● **প্রথম পাতার পর**

তারা নেশা কারবার এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে তার কাছে খবর রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালাতে গিয়ে হাতেনাতে তাদেরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।উল্লেখ্য মহকুমা শাসক অফিসের একজন তরুণের নেশাজাতীয় সামগ্রিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার সংবাদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ উদ্বেগজনক। রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন নেশা জাতীয় সামগ্রী পাচার রোধ এবং নেশা বিরোধী রাজ্য গঠনের জন্য যখন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ঠিক সেই সময়ে প্রশাসনের অভ্যন্তরের একাংশ লোকজন এভাবে নেশা পাচারে জড়িত থাকার ঘটনা খুবই বিপদজনক প্রবণতা।এ ধরনের কাজে যোগ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

## আক্রান্ত ৪৯০৭

**তিনের পাতার পর**

বাণিজ্য নগরে মৃতের সংখ্যা সব মিলিয়ে বেড়ে দাড়িয়েছে ১০,৫০৬। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে ৯৬, ০০, ৩২৮।

## শিক্ষামন্ত্রী

**তিনের পাতার পর**

এমতাবস্থায় ২৩ নভেম্বর থেকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গুজরাট সরকার।

শিক্ষা মন্ত্রী ভূপেন্দ্রসিনহ চুদাসামা বুধবার জানিয়েছেন, ২৩ নভেম্বর থেকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস চালু হবে। চূড়ান্ত বর্ষের কলেজ পড়ুয়াদের ক্লাসও ২৩ নভেম্বর থেকেই শুরু হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত সরকারের করোনা-স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলা হবে।

## কেন্দ্রের

● **প্রথম পাতার পর**

এনসিডিসি-র অধিকর্তা ড় সুজিত কুমার সিং জানিয়েছেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে আক্রান্তের প্রবণতা দেখে মনে হচ্ছে, দেশে সংক্রমিতের সংখ্যা দ্বিগুণ হতে প্রয়োজন ১২৫ দিন। সে মোতাবেক তিনি আজ ভার্চুয়াল বৈঠকে উপস্থিত সাতটি রাজ্যের স্থিতি তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩১,৬২২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। প্রবণতা অনুযায়ী ওই সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার জন্য ২৪০ দিনের প্রয়োজন। এছাড়া, মহারাষ্ট্রের ২২৯ দিন, গোয়ার ১৭২ দিন, উত্তরাখণ্ডের ১১৯ দিন, মেঘালয়ের ৮৭ দিন, মণিপুরের ৬৮ দিন এবং মিজোরামের ৪০ দিন সময় লাগবে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হতে। তাতে দেখা যাচ্ছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মণিপুর, মেঘালয় এবং মিজোরামের তুলনায় ত্রিপুরা কিছুটা ভালো অবস্থায় রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি নির্ভর করে দিনের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কিন্তু এতে এখনই অসতর্ক হলে চলবে না। করোনা-র স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

## পাঁচটি

● **প্রথম পাতার পর**

উদ্দেশ্য। তাই, জনসাধারণের কাছে সেই প্রকল্পগুলি পৌঁছে যাচ্ছে কি না তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে চেলাগাং ভিসি কার্যালয় পরিদর্শন করেছি। তিনি দাবি করেছেন, জামথুমের মতো এই এলাকায়ও সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে।

এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, চেলাগাং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রও পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানকার স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছি। কোভিড পরিস্থিতিতে যে ভাবে আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছেন তা অভূতপূর্ব, প্রশংসা করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, আজ চেলাকাহাম হাইস্কুলে পৌঁছে বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাদের সাথে কথা বলে ভীষণ আনন্দিত হয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেছি এবং সেই সমস্যাগুলি মেটানোর ব্যাপারে জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছি। তিনি টুইট করে বলেন, শিশুরাই ত্রিপুরার ভবিষ্যত। তাদের যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় তা খেয়াল রাখা আমাদের কর্তব্য।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত ডিভিশনের কাজের পর্যালোচনা রিপোর্ট নিয়েছেন। এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দূরীকরণে ডিডব্লিউএস বিভাগের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তাঁদের সমস্যা সমাধানে যত্নশীল হতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্ত্যোদয় বিচার ধারা থেকে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই, আজ রাজ্যের মুখ্যসচিব, অন্যান্য বড় দফতরের সচিব, জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে যতনবাড়ি টিসিইসিএল ডাকবাংলোয় বৈঠক করেছি।

## অনুমোদন

● **প্রথম পাতার পর**

একসাথে অফার দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। তাঁর দাবি, ওই ১৬৭৫ জন-কে ডিসেম্বরের অন্তিম সপ্তাহ কিংবা জানুয়ারির মধ্যে অফার দেওয়া হবে। এছাড়াও টিআরবিটি-কে টেট এবং এসটিজিটি ও এসটিপিজিটি পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত করতে বলা হবে। তাঁর বক্তব্য, এখনই ৬৫ জন স্নাতকোত্তর শিক্ষক বাছাই করে দেওয়ার জন্য টিআরবিটি-র কাছে চিঠি দেবে শিক্ষা দফতর।

এদিন তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এখন পর্যন্ত শিক্ষক পদে ১৮২৪ জন-কে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অস্নাতক ৩৩ জন-কে এবং ৬৯ জন স্নাতক শিক্ষক-কে চলতি সপ্তাহে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, স্নাতক ৪২ জন এবং অস্নাতক ১৫ জন-কে সম্প্রতি অফার দিয়েছে শিক্ষা দফতর।

## ত্রিপুরা

● **প্রথম পাতার পর**

আগামীতে ত্রিপুরায় পুর এবং এডিসি নির্বাচনে বিজেপির জয় সুনিশ্চিত করবে। তাঁর কথায়, জনগণের আস্থা ভারতকে আরও শক্তিশালী করতে রসদ জুগাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে স্বনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

এদিন প্রদেশ বিজেপি-র উদ্যোগে বিহার নির্বাচন জয়লাভের জন্য বিজয় মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রদেশ সভাপতি ড় মানিক সাহা সহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দ ওই মিছিলে যোগদান করেছেন। পদযাত্রার পাশাপাশি বাইক মিছিল জয়ের উৎসাহকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

## উত্তেজনা

● **প্রথম পাতার পর**

জানান। রাতেই এ ব্যাপারে মধুপুর থানায় অভিযোগ তাদের নাম উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। এ ধরনের ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

## মাঝিরাও

**আটের পাতার পর**

থাকেন।পুরো শনবিলটি নৌকাযোগে ঘুরতে সময় লাগে প্রায় দশ ঘন্টা।এমনটা স্থানীয় মাঝিরা জানিয়েছেন।শনবিলের মধ্যে রয়েছে নয়নভোলা আমবাগান।একিসাথে দেবদ্বার ঘাটে রয়েছে দেবদেবীর বিভিন্ন পৌরানিক মন্দির সহ পার্ক ও ঝুলন ওয়েটিং সেড।ফলে শনবিল নিয়ে একদিকে যেমন উচ্ছাসিত পর্যটকরা অন্যদিকে স্থানীয়দের পাশাপাশি মাঝিরাও খুশি। শনবিল এর এক শনবিলের এক মাঝি জানান যে তারা শনবিল নিয়ে গর্ভিত।তবে একটি দুষ্টচক্র শনবিলের নাম বদনাম করতে সক্রিয় রয়েছে।নৌকাভাড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমরাতো মোটরচালিত ইঞ্জিন দিয়ে পর্যটকদের বিলে ভ্রমণ করিয়ে বিনোদন প্রদানের মাধ্যমে টাকা নিচ্ছি।এতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়।আর শনবিলের মাঝিরা কারও কাছ থেকে বাড়তি ভাড়াও নেন না।তবে অসম সরকার এশিয়ার বৃহত্তম দ্বিতীয় বিল শনবিলের দিকে একটু নজর দিলে আগামী দিনে পর্যটকদের উপচেপড়া ভিড় হবে বলে আশাবাদী স্থানীয় জনগণ।

## ১৯টি আসনে

**আটের পাতার পর**

চৌহান। বিপদ কেটে গিয়েছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের।

ভোটগণনা শুরু হয়েছিল মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে, ভোটগণনা শেষ হয় বুধবার ভোররাত তিনটে নাগাদ। গণনা শেষে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে, মধ্যপ্রদেশের ২৮টি আসনের উপ-নির্বাচনে ১৯টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি এবং কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ৯টি আসনে। ডাবরা বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী সুরেশ রাজের কাছে পরাজিত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী এবং মন্ত্রী ইমারতি দেবী। উপ-নির্বাচনে এই জয়কে "জনগণের জয়" আখ্যা দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। গত মার্চে মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে তাঁর অনুগামী বিধায়কদের নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তার জেরে মধ্যপ্রদেশে কমল নাথের ১৫ মাসের সরকারের পতন হয়।

## করোনা-টেস্ট

**আটের পাতার পর**

করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সুস্থতা যেমন বাড়ছে, তেমনই ভারতে করোনায় মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১২৭,৫৭১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫১২ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮,০১,৩৭,৮৩ জন (৯২.৭৯ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪,৯৪,৬৫৭ জন করোনা-রোগী (৫.৭৩ শতাংশ)।

# রাজ্যে হোম বেসড কেয়ার ফর ইয়ং চাইল্ড কর্মসূচি চালু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** শিশু মৃত্যর হার ও শিশুর অসুস্থতার হার কমানোর লক্ষ্যে এবং শিশুদের পুষ্টি এবং শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির হার সুনিশ্চিত করতে রাজ্যে হোম বেসড কেয়ার ফর ইয়ং চাইল্ড কর্মসূচি চালু হয়েছে। এতে করে ৩ থেকে ১৫ মাস বয়স পর্যন্ত সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মীরা শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেবেন। উল্লেখ্য, শিশুদের জন্মের পর ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত গৃহভিত্তিক নবজাতকের পরিচর্যা বা হোম বেসড নিউ বর্ণ কেয়ার কর্মসূচির অধীনে শিশুদের পরিচর্যা ও যত্ন সুনিশ্চিত করেন আশাকর্মীরা। রুটিনমাফিক পরিদর্শনের অতিরিক্ত এইচবিওয়াইসি'র অধীনে এই পরিদর্শনের মাধ্যমে শিশুদের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হবে। আমাদের দেশে এই মহতি উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে পরিষেবা গ্রহণকারীদের দ্বারপ্রান্তে পরিষেবা পৌঁছে দেবার এই দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ। আমাদের রাজ্যেও এর সফল বাস্তবায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের উদ্যোগে গণ্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (টিওটি) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আবাসিক এই প্রশিক্ষণের জন্য ৭০ জন আশা ফেসিলিটেটরের মধ্যে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ৩০ জনকে বাছাই করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর নিয়ম নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ৯-১১ নভেম্বর প্রথম ব্যচের প্রশিক্ষণ হয়েছে। ১২-১৪ নভেম্বর দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যায়ে আশাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্যস্তর থেকে ডা. ভাস্কর রায় বিশ্বাস ও ডা. পিঙ্কি দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে আজ এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

# বগাফা ব্লকে টি আর এল এম কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ নভেম্বর।।** বগাফা ব্লকে টি আর এল এম কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠীত হয় এক আলোচনা সভা। রাজ্যসরকারের বিশেষ উদ্দ্যোগে গ্রামের মহিলাদের আর্থিক সাবলম্বী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানান প্রয়াস চালিয়েযাওয়াহচ্ছে। এরইমধ্যে টি আর এল এম প্রকল্পে মহিলাদের প্রশিক্ষন দিয়ে আর্থিক সাবলম্বী করে গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়াহচ্ছে। এই প্রয়াসকে কেন্দ্র করে আগামী কিছুদিনের মধ্যে বগাফা ব্লকের মাধ্যমে মহিলাদের ১৯ টি সেলাই মেশিন প্রদানকরাহবে। এই নিয়ে আজ বগাফা ব্লকের বিডিও রূপন দাস ও বগাফা ব্লকর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাসের উপস্থিতিতে টি আর এল এম কর্মীদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজকের এই আলোচনায় মহিলারা কি করে আগামীদিনে আর্থিক সাবলম্বী হয়ে উঠতে পারবে তা নিয়ে আলোচনা করাহয়। আজকের এই আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানে আলোচ্যবিষয় সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়রম্যান শ্রীদাম দাস।

# কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** আগরতলা মেলার মাঠে সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক বানু লাল সাহা। পতাকা উত্তোলন শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সাহা বলেন বর্তমানে দেশে গণতন্ত্র বিপন্ন। প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তিনি রাজ্য সরকার এবংকেন্দ্রীয় সরকারের কাজ-কর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আরো বলেন,দেশের শ্রমিক কৃষক ও দিনমজুরদের উপর প্রতিনিয়ত নানা ভাবে আক্রমণ নেমে আসে।এ ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করতে সকল স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রাজধানী আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকে সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের খবর মিলেছে।

## নোটায়

● **প্রথম পাতার পর**

আসন। ১২৫টি আসনে জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এনডিএ। ফলে বিহারে পুনরায় সরকার গড়তে চলেছে এনডিএ। মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন নীতীশ কুমারই।

বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা শুরু হয়েছিল মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে, রাজ্যের ৩৮টি জেলার ৫৫টি গণনা কেন্দ্রে ভোটগণনা চলছিল। ভোটগণনা শেষ হয় বুধবার সকাল ৪.০৫ মিনিট নাগাদ। ২০১৫ সালের নির্বাচনে পোলিং সেন্টারের সংখ্যা ছিল ৭২,৭২৩। কিন্তু, করোনা-পরিস্থিতির জন্য এবার পোলিং সেন্টারের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ১,০৬,৫১৫টি।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ-র জয় যখন একপ্রকার নিশ্চিত, এমন সময় বিহারবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। মঙ্গলবার রাতে টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'বিহারের যুবসম্প্রদায় এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এই নয়া দশক হবে বিহারের। আত্মনির্ভর বিহারের মাধ্যমেই সেই রোডম্যাপও তৈরি হবে। এনডিএ-র ক্ষমতা এবং সংকল্পের প্রতি আস্থা রেখেছে বিহারের যুবসমাজ। এই যুবশক্তিই এনডিএ-কে আগের থেকে আরও কঠোর পরিশ্রমে উৎসাহিত করবে।" বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের জন্য মহিলা এবং তরুণদের অভিনন্দন জানান অমিত শাহ।

## আহত চার যুবক

**আটের পাতার পর**

হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহত দুই যুবকের নাম গৌতম দাস এবং নারায়ণচন্দ্র পাতিল তারা দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিশালগড় হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

## পুলিশের জালে

**আটের পাতার পর**

কোনভাবে নিখোঁজ হয়নি। দুই পরিবারের পারিবারিক বিভাগ নিয়ে ঘটনাটি এভাবে রঙিন করা হয়েছিল।অবশেষে দুই পরিবারের মারপিটের প্রধান অভিযুক্ত অর্থাৎ নিখোঁজ বলে পরিবারের দাবি করা যুবক সুহেল আহমেদ (২৯) পিতা ছায়াদ আলীকে জালে তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ।

কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, দীর্ঘদিন থেকে এই মামলা প্রধান অভিযুক্ত সোহেল আহমেদ পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো। অবশেষে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল চুরাইবারি এলাকা থেকে চুড়াইবাড়ি থানার সহযোগিতায় কদমতলা থানার পুলিশ সোহেলকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।ওসি আরো জানান, অভিযুক্ত সোহেলের আহমেদের বাড়ি চুড়াইবাড়ি থানাধীন দক্ষিণ ফুলবাড়ি এলাকায়। আজ অভিযুক্তকে ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করা করা হয়েছে বলেও জানান ওসি কৃষ্ণধন সরকার।

## বাঙালী

**আটের পাতার পর**

কয়েকবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে ডেপুটেশন প্রদানের জন্য চেষ্টা করা হয়।রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি চেয়ে লিখিতভাবে একাধিকবার আবেদন করা হয়েছে। রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমরা বাঙালি দলের তরফ থেকে ইমেইলে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।স্মারকলিপিতে অবিলম্বে বাঙ্গালীদের উপর আক্রমণ এবং খুন সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আমরা বাঙালি দল বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

# ট্রাম্প যা করেননি, সেটা করবেন বাইডেন?

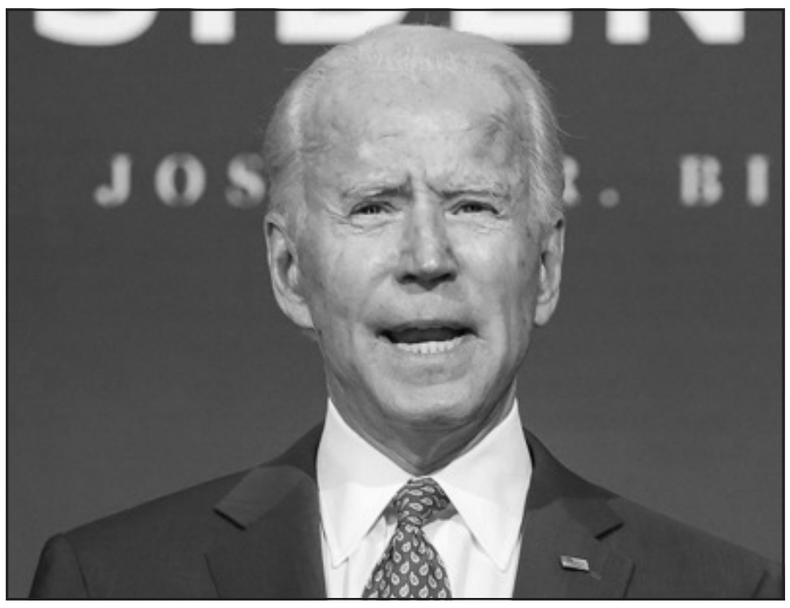

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মেগান রাপিনোর সম্পর্কটা দা-কুমড়োর মতো বললেও হয়তো কম বলা হবে। বিভিন্ন ইস্যুতেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সমালোচনায় নেমেছেন দেশটির নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক। সেটা বর্ণবাদী আচরণের জন্য হোক, অধিবাসী



নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে হোক কিংবা হোক সেটা সমকামীদের আন্দোলন নিয়ে। তবে রাপিনোদের জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল বেতনসংক্রান্ত। জাতীয় দলের ফুটবলারদের বেতন—বোনাসের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যে বৈষম্য, এ নিয়ে বরাবরই সোচ্চার রাপিনো ও তাঁর সতীর্থরা। কিন্তু ট্রাম্পের কাছে মেগানদের দাবি কখনোই খুব একটা গুরুত্ব পায়নি।

গত সপ্তাহেই নিজেদের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আগামী চার বছরের জন্য ডেমোক্র্যাট জো বাইডেনকে দেশের দায়িত্ব দিয়েছেন রাপিনোরা। দায়িত্ব এখনো বুঝে নিতে বহু বাকি, কিন্তু বাইডেনকে ক্ষমতায় দেখে কিছুটা হলেও আশাবাদী হয়ে ওঠার কথা রাপিনোদের। কারণ, ট্রাম্পের সময়ে যখন নিজেদের দাবি আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবল দল, তখন বারবার তাদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দিতেন বাইডেন।

নারী ফুটবলাররা পুরুষ দলের সমান বেতনের দাবি করে আসছেন বহু দিন ধরেই। এ ইস্যুতে অনেক শীর্ষ ফুটবলারকেই জাতীয় দলের দায়িত্ব থেকে সরে থাকতেও দেখা গেছে ইউরোপে। যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবলাররা এভাবে প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিল। বকেয়া ভাতা আদায়ের জন্য ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন তাঁরা। তাঁদের দাবি ছিল, পুরুষ দলকে যে ভিত্তিতে বোনাস দেওয়া হয়, সেটা নারী দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। নারীদের ফুটবলে চারটি বিশ্বকাপ জিতেছে যুক্তরাষ্ট্র। অলিম্পিকেও চারটি সোনা জিতেছে তারা।

সে তুলনায় পুরুষ ফুটবল দলের সাফল্য বলতে কিছু নেই। গত রাশিয়া বিশ্বকাপে তো বাছাইপর্বই পেরোতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সে তুলনায় বেতন—ভাতা ভালোই পায় সে দল। ছোটখাটো সাফল্যের ভিত্তিতেই যে ভাতা দেওয়া হয়, সেটার সঙ্গেই তুলনা টেনেছিলেন রাপিনোরা। ছেলেদের সাফল্য ও সে তুলনায় বোনাসের অঙ্কের সঙ্গে নিজেদের সাফল্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ হিসাব কষে বের করেছিলেন তাঁরা। সে চিন্তা থেকেই বকেয়া ৬ কোটি ৬০ লাখ ডলারের দাবি জানিয়ে মামলা করেছিলেন রাপিনোরা।গত মে মাসে সে মামলায় অবশ্য হেরে গেছেন রাপিনোরা। বিচারক গ্যারি ক্লজনার বলেছেন, নারী দল প্রাথমিকভাবেই ছেলেদের বেতনের কাঠামো মেনে নেয়নি। তারা নির্দিষ্ট এক লাখ ডলারের বেতনের চুক্তিতে আছে। ফলে ছেলেদের বেতন বা বোনাসের ভিত্তিতে তারা অর্থ পেতে পারে না। তবে এই বিচারক মেডিকেল ভাতা ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে আবাসন ব্যবস্থার উন্নতির প্রসঙ্গে রাপিনোদের দাবি আমলে নিয়েছিলেন। এ রায়ে স্বভাবতই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন রাপিনো-মরগানরা।এমন দুঃসময়ে তাঁদের সাহস জুগিয়েছিলেন বাইডেন। গত ২ মে আদালতের রায়ের পর টুইটারে রাপিনোদের লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন। সে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল ফেডারেশনকে সতর্ক বার্তা পাঠিয়েছেন, আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা না করে দ্রুত যেন এ বৈষম্য দূর করা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্রের নারী দলকে বলছি, হাল ছেড়ো না। এ লড়াই এখনো শেষ হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল ফেডারেশনকে বলছি, সমান বেতনের ব্যবস্থা করো, এখনই! না হলে আমি যখন প্রেসিডেন্ট হব, তখন বিশ্বকাপের টাকা খুঁজতে অন্য কোথাও যেতে হবে তোমাদের।'

২০২৬ বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে উত্তর আমেরিকা। কানাডা ও মেক্সিকো সহ-আয়োজক হলেও মূল ভারটা যুক্তরাষ্ট্রেরই। বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, সেটার জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়া গতি নেই ফেডারেশনের। আর এখন আগামী চার বছর বাইডেনের ক্ষমতায় থাকা মানেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তাঁর প্রশাসনই নেবে। তাই মেয়েদের ফুটবলে বেতন বৈষম্য দূর করা নিয়ে নতুন করে চিন্তা করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল ফেডারেশনকে। অবশ্য বাইডেন যদি তাঁর আগের মন্তব্যগুলো মনে রাখেন, তবেই এটা সম্ভব!

# ক্লপ-গার্দিওলা যেভাবে চমকে দিলেন সবাইকে

রক্ষণভাগ থেকে মাঝমাঠ হয়ে ধীরেসুস্থে আক্রমণে ওঠার যে পদ্ধতিটা প্রায় এক যুগ আগে পেপ গার্দিওলা বার্সেলোনার কোচ হয়ে জনপ্রিয় করে দিয়েছেন, তার একটা গালভরা নাম আছেটিকিটাকা। যদিও গার্দিওলা নিজে নিজের এই বিশ্বজয়ী কৌশলকে 'টিকিটাকা' নামে ডাকতে নারাজ। নামটা যা-ই হোক না কেন, বছরের পর বছর ধরে গার্দিওলার কৌশলকে সবচেয়ে কার্যকর করেছে দলের মাঝমাঠ।বার্সেলোনার কথাই চিন্তা করে দেখুন। মাঝমাঠে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে গার্দিওলা কতটা আগ্রহী, সেটা বোঝা যেত যখন জাভি, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা ও সার্জিও বুসকেতসকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য সেস্ক ফ্যাব্রিগাস, হাভিয়ের মাচেরানোকেও অনেক সময় একাদশে জোর করে ঢুকিয়ে দিতেন গার্দিওলা। মেসিকে উদ্বুদ্ধ করতেন সুযোগমতো একটু নিচে নেমে খেলতে। বায়ার্নেও একই অবস্থা। কাগজে-কলমে মূল একাদশ যা—ই হোক, মাঝমাঠের ব্যাটনটা কখনোই হাতছাড়া করতে চাননি।

ফুলব্যাকদের রক্ষণাত্মক মিডফিল্ডারের দুপাশে উঠিয়ে 'হাফ ব্যাক' হিসেবে খেলার লাইসেন্সও দিতেন। সিটিতেও তাই। ফার্নান্দিনিও, ডেভিড সিলভা কিংবা কেভিন ডি ব্রুইনার মতো বল পায়ে দক্ষ কিছু মিডফিল্ডার তো আগ থেকে ছিলেন। সঙ্গে যোগ করলেন বের্নার্দো সিলভা, রদ্রি, ইলকায় গুন্দোয়ান ও ফিল ফডেনদের। 'হাই লাইন' ডিফেন্সে খেলা ডিফেন্ডাররাও বল পায়ে মিডফিল্ডারদের মতো খেলেন। স্টোনস বল পায়ে এতটাই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন, ২০১৮ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড দলের দু-এক ম্যাচে তাঁকে মিডফিল্ডে দেখা গেছে।এত কিছুর লক্ষ্য একটাই। মাঝমাঠের লড়াইয়ে জেতো, ম্যাচ এমনিতেই জেতা হয়ে যাবে। কিন্তু নিজের মাঝমাঠনির্ভর ছক থেকে আস্তে আস্তে সরে আসতে শুরু করছেন গার্দিওলা। অন্তত ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুলের বিপক্ষে পরিকল্পনা বদলান পেপ। গত পরশু ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে দেখা গেল ক্লপও বদলাচ্ছেন নিজেকে। ১-১—এ শেষ হওয়া ম্যাচে নিজের পছন্দের ছক থেকে সরে এসেছিলেন এ ম্যাচে। এ ম্যাচে দুজনই খেলেছেন অন্যকে আটকানোর জন্য।২০১৭-১৮ মৌসুমে লিগে সিটির মাঠে দুই দলের ম্যাচে মাঝমাঠে গুনে গুনে পাঁচজনকে নামিয়েছিলেন গার্দিওলা। বিপরীতে লিভারপুলের ছিল তিনজন। ৫-০ গোলে হারা সে ম্যাচে অনেকে সাদিও মানের লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার কথা তুললেও আসল লড়াইটা লিভারপুল মাঝমাঠেই হেরে গিয়েছিল। এমনকি, তিনজন করে মিডফিল্ডার নামিয়েও বেশ কয়েক ম্যাচে জয়ের হাসি নিয়েই মাঠ ছেড়েছিলেন গার্দিওলা।

গার্দিওলার এই বিশ্বাসে ধীরে ধীরে চিড় ধরানো শুরু করেছেন ক্লপ। সবাইকে দেখালেন, কুশলী মিডফিল্ডার না থাকলেও শুধু কার্যকর প্রেসিং, পরিশ্রম ও দুর্দান্ত প্রতি—আক্রমণের মিশেলে গার্দিওলার কৌশলকে। ফলাফল? গার্দিওলা সিটির কোচ হওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ক্লপ হারিয়েছেন পাঁচবার। আর গার্দিওলা? কমিউনিটি শিল্ডে পেনাল্টি শুটআউটের জয় বাদ দিলে ৯০ মিনিটের খেলায় ক্লপকে হারিয়েছেন তিনবার।

অন্য কোনো ম্যানেজারের কাছে এত ম্যাচ হারেননি গার্দিওলা। স্বাভাবিকভাবেই মাঝমাঠনির্ভর ছক থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে শুরু করলেন, যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল পরশুর ম্যাচে। ১-১ গোলে ড্র হওয়া ম্যাচে গার্দিওলা দেখালেন, এত দিনের পরিচিত পেপ আর এই পেপের মধ্যে বিস্তর ফারাক। আগে যিনি মাঝমাঠে বল দখলের লড়াইকেই সবকিছু মনে করতেন, এখন ম্যাচ জেতার জন্য প্রয়োজনে অন্য কৌশলের শরণও নিতে পারেন।

ম্যাচটা দুই দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গত তিন লিগ এই দুই দলের ঘরেই গিয়েছে, তাও আবার যেমন-তেমনভাবে নয়, রেকর্ড পয়েন্টে। কয়েক বছর ধরে ইংলিশ লিগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দ্বৈরথ এই ম্যাচকেই মানা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই ম্যাচের ওপরেও মৌসুম শেষে অনেক কিছুই নির্ভর করবে। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুই কোচই চেষ্টা করলেন সাবধানী খেলার। সাধারণত ৪-৩-৩ ছকে খেলা এই দুই কোচ নিজ নিজ দলকে খেলানো শুরু করলেন ৪-৪-২/৪-২-৪ ছকে।

হ্যাঁ, টিভি স্ক্রিনে দেখা গেছে দুই দলই ৪-২-৩-১ ছকে খেলছে। আর এখানেই বড়সড় চমক দিয়েছেন দুই কোচ। কাগজে-কলমে ৪-২-৩-১ বলা হলেও মাঠের লড়াইয়ে দুই দলই খেলেছে ৪-২-৪ ছকে। এই ছকের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো মাঝমাঠে থাকবেন মাত্র দুজন। ওদিকে আক্রমণভাগে থাকবে চারজন। ভাবা যায়, গার্দিওলা মাঝমাঠে মাত্র দুজন নিয়ে খেলছেন? ক্লপের অবশ্য এই ছকে খেলানো ছাড়া তেমন কোনো উপায়ও ছিল না। দলের মূল ডিফেন্ডার ভার্জিল ফন ডাইক ও মূল রক্ষণাত্মক মিডফিল্ডার ফাবিনিও চোটে, গত দুই বছর ধরে গার্দিওলার সিটিকে হারানো ম্যাচগুলোয় যে দুজনের ভূমিকা আকাশসমান ছিল। ওদিকে দলে নতুন আসা পর্তুগিজ উইঙ্গার দিওগো জোতা আগুনে ফর্মে। বিখ্যাত আক্রমণ-ত্রয়ীকে ভাঙতে চাননি ক্লপ। আবার চাননি ফর্মে থাকা জোতাকে বসিয়ে রাখতে। ফলাফল? ফাবিনিওর জায়গায় বাড়তি মিডফিল্ডার না নামিয়ে জোতাকেই নামিয়ে দিলেন ক্লপ, চতুর্থ ফরোয়ার্ড হিসেবে।এখানেই চমক দেখিয়েছেন গার্দিওলা। মাঝমাঠ দখলে এত মগ্ন থাকা গার্দিওলা মাঝমাঠে দুজন ছাড়া কাউকেই রাখলেন না। রদ্রি-গুন্দোয়ানকে মাঝমাঠে রেখে কেভিন ডি ব্রুইনা যোগ দিলেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস, ফেরান তোরেস, রহিম স্টার্লিংদের সঙ্গে। চতুর্থ ফরোয়ার্ড হিসেবে লিভারপুলে যে কাজটা করছিলেন জোতা। সিটির খেলোয়াড়দের পায়ে যখনই বল থাকছিল, ৪-২-৪ ছকটা একটু বদলে ৩-৩-৪—এ রূপ নিচ্ছিল। আর ওপরে থাকা চারজনের কাজ ছিল চার ডিফেন্ডারের পেছনে একটু জায়গা ফাঁকা পেলেই প্রতি—আক্রমণে উঠে যাওয়া। যে কাজটা সালাহ-মানেদেরই এত দিন করতে দেখা গেছে।মাঠের অপর প্রান্তে লিভারপুলের ফরোয়ার্ডরাও সে লক্ষ্যে ছিলেন। ওপরে দুই স্ট্রাইকার হিসেবে সালাহ, জোতা; একটু নিচে মানে-ফিরমিনো। মাঝমাঠ দখলের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না হেন্ডারসন-ভাইনালডমের। ফাবিনিও থাকলে যেটা হয়, ডি ব্রুইনাকে প্রেস করে তাঁকে পছন্দের জায়গায় যেতে দেন না এই ব্রাজিলের মিডফিল্ডার।

# ইসরায়েলিদের বিপক্ষে না খেলায় নিষিদ্ধ হতে চলেছে ইরান




তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা বর্ণবাদের। জাতিভেদের। আন্তর্জাতিক দাবার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিদের নীতিমালার সঙ্গে যা যায় না। সে কারণে ইরানের দাবা ফেডারেশনকে (আইসিএফ) আন্তর্জাতিক দাবা থেকে নিষিদ্ধ করতে চলেছে ফিদে।

ইরানের বিরুদ্ধে ফিদের অভিযোগ কী? যেকোনো টুর্নামেন্টে ইসরায়েলি খেলোয়াড়দের বিপক্ষে খেলা পড়লেই ইরানের খেলোয়াড়েরা আর খেলেন না। কখনো চোটের কারণ দেখিয়ে, কখনো-বা সরাসরিই খেলবেন না জানিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে সরে যান। অভিযোগ আছে, খেলোয়াড়েরা দেশের নেতাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণেই না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনেক খেলোয়াড়ের না খেলার সিদ্ধান্ত ইরানে প্রশংসিতও হয়েছে।

আগামী ৬ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় ফিদের সাধারণ সভার জন্য এই সপ্তাহে যে অ্যাজেন্ডা ঠিক করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, ফিদে ইরানের ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে, যাতে ইসরায়েলিদের বিপক্ষে ইরানিদের ম্যাচগুলো হয়। সেখানে লেখা আছে, 'আগামী সাধারণ সভার আগে ফিদের সব সদস্যদেশের খেলোয়াড়দের বিপক্ষে নিজেদের খেলোয়াড়দের খেলতে যদি রাজি করাতে না পারে ইরানিয়ান দাবা ফেডারেশন অথবা এরপর যদি ইরানের কোনো খেলোয়াড় এভাবে টুর্নামেন্ট বয়কট করেন, সে ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ফিদের সব কর্মকাণ্ড থেকে ইরানের দাবা ফেডারেশনকে নিষিদ্ধ করা হবে।'ইরানের ইসরায়েলিদের বর্জন করার এই নীতির ফল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির দিক থেকেও আসতে পারে, অলিম্পিক থেকেও নিষিদ্ধ হতে পারে ইরানীরা।প্রস্তাবটা এসেছে ইংলিশ গ্র্যান্ডমাস্টার নাইজেল শর্ট ও ইংলিশ দাবা ফেডারেশনের প্রতিনিধি ম্যালকম পিনের কাছ থেকে। ২০১৮ সালে ফিদের সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ইংরেজ নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য একপাশে ঠেলে রেখে এই ইস্যুতে একজোট হয়েছেন।

গত জুনে ফিদে নিজেদের ওয়েবসাইটে বিবৃতি দিয়ে আইসিএফকে তিরস্কার করেছে। ফিদে সভাপতি আরকাদি দরকোভিচের সঙ্গে আইসিএফ কর্মকর্তাদের যে চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল, সেটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে ফিদে। সেখানে দেখা গেছে, দরকোভিচ আহ্বান জানিয়েছিলেন আইসিএফ যাতে ইসরায়েলি খেলোয়াড়দের বয়কট করার ব্যাপারটা বন্ধ করে। কিন্তু দেশের প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার পর আইসিএফ প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে গেছে। মাস কয়েক আগে চেস২৪ ওয়েবসাইটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নাইজেল শর্ট বলেছিলেন, ইরানের ভাগ্য সুতোর ওপর ঝুলছে। ইরানের ইসরায়েলিদের বর্জন করার এই নীতির ফল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির দিক থেকেও আসতে পারে বলে জানান শর্ট।

ফিদে অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছে দাবাকে অলিম্পিকের অংশ করে নিতে। ইরানের এই নীতি সেই চেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করবে বলেও জানান শর্ট। মজার ব্যাপার, এই শর্টই ২০০৬ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ইরানের জাতীয় দাবা দলের কোচ ছিলেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) ইরানের দিকে নজর রাখছে বলেও সাক্ষাৎকারে বলেছেন শর্ট, 'এটা খেলাটাকে পরিষ্কারভাবে রাজনৈতিকীকরণ। (ইসরায়েলিদের বিপক্ষে না খেলায়) খেলোয়াড়দের পুরস্কৃতও করা হচ্ছে। এ সবকিছুই ফিদে ও আইওসির ভেদাভেদ না করার নীতির বিরুদ্ধে যায়।'আরিয়ান গোলাম নামের এই দাবাড়ুকে ইরানের নেতা আলী খামেনির এই অভিবাদন ইসরায়েলি এক খেলোয়াড়ের বিপক্ষে না খেলার কারণে বলে জানাচ্ছে সংবাদমাধ্যম। ইরানের এই ইসরায়েলি-বর্জন অনেক দিন ধরে হয়ে আসছে বোঝাতে শর্ট বললেন, 'এটা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, এটা পুরোপুরি বর্ণবাদটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো। গত বছরে অন্তত ১২টি এমন ঘটনা ঘটেছে যেখানে ইসরায়েলের বিপক্ষে ম্যাচের ক্ষেত্রে ইরানের খেলোয়াড়দের ম্যাচটা না খেলতে বা টুর্নামেন্ট থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। আইওসি এসব দেখছে।'শুধু দাবাই নয়, সব দিক থেকেই ইরানের ওপর চাপ বাড়ছে বলে জানালেন শর্ট, 'ওরা (ইরান) জানে এটা শুধুই দাবার ব্যাপার নয়। আইওসির দিক থেকেও ওরা বহিষ্কার হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। আমরা ইরানের ওপর চাপ বাড়াচ্ছি যাতে ওরা (আইওসি ও ফিদের নিয়ম) মেনে চলে, না মানলে সেটার ফল ভোগ করতে হবে ওদের।'

**WALK IN INTERVIEW**

Applications are invited in plain for walk in interview for the engagement of Guest/visiting lecturer in the following subjects:

**English, History, Education, Kokborok, Bengali.**

Candidates willing to attend the said walk-in-interview are requested to bring their original certificates with photocopy of the same along with the application in a plain paper on 18-1 1- 2020 in the office of Principal-in-charge, Government Degree College, Teliamura at 12 Noon. sharp.

**1. Qualification :**

a) At least 55% marks in Master's Degree level in the relevant subject.
b) 5% Marks relaxation in case of ST/SC/PHIPh.D Degree holder candidates.
c) Priority to be given to NET/SLET/Ph.D holder candidates. 2. Person earlier engaged as Guest Lecturer in this college need not have to face interview but to submit up to date Bio data by 18-11-2020.
3. Engagement will be made on merit basis by way of maintaining the reservation policy of the State Govt.
4. Payment of Honorarivm'and other terms of condition for the engagement will be made as per guidelines/ norms of the state Government.

(DEBABRATA ROY)
Principal in-charge
Head of Office & DDO
Govt. Degree College Teliamura

ICA/D-834/2020-21

**PRESS NOTICE INVITING TENDER**

Sealed rate quotations are invited on behalf of the Governor of Tripura, from interested suppliers of Tripura able to supply of 'Equipments' required for production of different strains of Bio-control agents in State Bio Control Laboratory under State Agricultural Research Station, at Dutta Tilra, Arundhutinagar, Agartala. Quoted rate in sealed envelope will be received on 25th Nov, 2020 up to 3.00 P.M. and will be opened on the same day at 4.00 P.M., if possible, in the office of the Joint Director of Agriculture (Research), SARS, A.D Nagar, Agartala.
The terms and conditions in details can be received from the office of the undersigned on all working days and also can be downloaded from the Departmental Website-www.agri. tripura.gov.in.

(Arun Bhattacharya)
Joint Director of Agriculture (Res)
State Agriculture Research Station
Arundhatinagar

ICA/C-2077/2020-21

**AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION**
**Mechanical Division, Ramnagar Road No.9, Agartala, Phone - 0381-2330010**
**F.No.532/Mech.Div/AMC/2020/8675-80**
**Dated, Agartala the 10/11/2020**
**Press Notice No. 57/PNIT/AMC/2020, dt. 10/11/2020**

Sealed Quotations are invited from the owner or their authorized agents for providing 01 (one) no Mahindra Scorpio Car for use of the Agartala Municipal Corporation, Agartala. Quotation in seal cover addresses to the Executive Engineer (Mechanical) Ramnagar Road No-9, Agartala, Tripura (west) Agartala should reach to the above address by speed post / courier / register post or may be send to the Executive Engineer (Mechanical), Agartala municipal corporation, Ramngar road - 9, Agartala 5.00 P.M. of 25/11/2020. Quotation received after stipulated date & time will be rejected.

The detailed terms and condition may be seen at www.tripura.gov.in

S/d- Illegible
(Er. C. Chakrabortty)
Executive Engineer (Mech)
Agartala Municipal Corporation

**ABRIDGED TENDER NOTICE**

On behalf of the Governor of Tripura, sealed tenders are invited from the registered, bonafide, experienced manufacturer/ authorized dealers/ suppliers who are competent to supply of "Single Distillation Unit required for State liquid Bio-Fertilizer Production Centre" of desired specification as mentioned in the Annexure-I of terms and conditions. The tenderers shall have to submit the both Technical Bid and the Financial Bid separately in sealed cover for Annexure- I. The Financial Bid will be opened after finalization of the Technical Bid. Tenders will be received up to 3 p.m. on 22nd November, 2020 and will be opened on the same date at 4 p.m., if possible, where tenderers or their authorized representative may also remain present.
The tender notice along with the terms and conditions, specification may also be accessible from the following website: www. agri. tripura.gov.in.

(Arun Bhattacharya)
Joint Director of Agriculture (Res)
State Agriculture Research Station
Arundhatinagar

ICA/C-2082/2020-21

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11/EE/MCD/ PWD(R&B)/2020-21, Dated:-05-07-2020**

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two Bid) from the eligible bidders up to 3.00 PM on 07-12-2020 for the work Upgradation / Strengthening of ANM School at Durjoynagar, Agartala, Tripura (West)/SH: Construction of Administrative & Academic (G+2) Storied Building/ Building portion including Internal water supply, Sanitary In3t-lation, Sewage & Drainage works.
For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436131244/7005353321. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
Medical College Division,
PWD(R&B) Agartala, West Tripura.

ICA/C-2087/2020-21

জাগরণ 12 November, 2020, Thursday আগরতলা ১২ নভেম্বর, ২০২০ ইং, ■ ২৬ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com ■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020


## পুঞ্চে ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন, পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ১১ নভেম্বর (হি.স.): চলতি মাসে এই নিয়ে ১৩ বার। সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ বুধবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার শাহপুর, কিরনি ও কাসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনাছাউনি ও সীমান্তবর্তী এলাকা লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ৯.১৫ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার শাহপুর, কিরনি ও কাসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনা। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

## দৈনিক করোনা-সংক্রমণ দুই লক্ষের বেশি আমেরিকায় মৃত্যু বেড়ে ২৩৯,৫৮৮

ওয়াশিংটন, ১১ নভেম্বর (হি.স.): আমেরিকায় ফের রেকর্ড সংখ্যক বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ০১ হাজার ৯৬১ জন। দৈনিক মৃত্যুও বেড়েই চলেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৩৫ জন রোগীর। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৮৮ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মার্কিন মুলুকে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১০, ২৩৮,২৪৩।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা (স্থানীয় সময়) পর্যন্ত আমেরিকায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষ কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ২,০১,৯৬১ জন। সবমিলিয়ে এযাবৎ আমেরিকায় করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১০,২৩৮,২৪৩ জন। নতুন করে ১,৫৩৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ২৩৯, ৫৮৮-তে পৌঁছেছে।

## মধ্যপ্রদেশে সসম্মানে উতরে গেলেন শিবরাজ বিজেপি জিতল ১৯টি আসনে

ভোপাল, ১১ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে উপ-নির্বাচনের ফলাফলে দারুণ ফলাফল করল ভারতীয় জনতা পার্টি। মধ্যপ্রদেশের ২৮টি আসনের উপ-নির্বাচনে ১৯টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি এবং কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ৯টি আসনে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিজেপি ৪৯.৫ শতাংশ ভোট শেয়ার সুরক্ষিত করেছে এবং কংগ্রেস ৪০.৫ শতাংশ। গত ৩ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের ২৮টি আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়েছিল। ২৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কার্যত ছিল পূর্ণাঙ্গ ভোটের মেজাজ। ভোটের ফলে সামান্য হেরফেরেই পাল্টে যেতে পারত যে কোনও পক্ষের ভাগ্য। কিন্তু, ভোটের ফলাফলে সসম্মানে উতরে গেলেন শিবরাজ সিং ছয়ের পাতায় দেখুন

# মুক্তমঞ্চ গুলি খুলে দেওয়ার জন্য দাবী জানাল শিল্পীমহল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন মুক্তমঞ্চ গুলি খুলে দেওয়ার জন্য শিল্পীমহলের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীদের এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে শিল্পীরা বলেন যাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে পারে সেই অনুমতি দিতে হবে। শিল্পীদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী তাদের যুক্তির সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন বিষয়টি মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে। তবে শীঘ্রই যে রাজ্যের মুক্ত মঞ্চ গুলি খুলে দেওয়া হবে সে বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য করোনাভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে দীর্ঘ নয় মাসের বেশি সময় ধরে রাজ্যের সমস্ত মুক্ত মঞ্চ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কোন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে শিল্পীমহল সংকটের মুখে পড়েছেন। শিল্পীরা চরম আর্থিক সংকটের মুখোমুখি। এরফানের অনেক শিল্পীর পরিবারে অনাহার-অর্ধাহার দেখা দিয়েছে।উদ্ভূত পরিস্থিতির শিকার হয়ে শিল্পীরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন শিল্পীমহল।তারা আশা ব্যক্ত করেছেন শীঘ্রই মুক্ত মঞ্চ বলে দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার অনুমতি মিলবে। উল্লেখ্য এ বছর রাজ্যের প্রধান উৎসব দুর্গোৎসবেও কোন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়নি।ভয়ঙ্কর করুণ ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়তে পারে সেজন্যই এ ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবে বর্তমানে রাজ্যে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে।পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই শিল্পী মহলের দাবি মেনে রাজ্যের মুক্ত মঞ্চ গুলি খুলে দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

## গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল মধুপুর থানার পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ নভেম্বর।।** আবারো গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পায় মধুপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত টানা তিন ঘন্টা ধরে চলে গাঁজা বিরোধী অভিযান।গোপন সংবাদের উপর ভিত্তি করে মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস এর নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর যৌথ অভিযান চালায়। কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত অরবিন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১ নং ওয়ার্ডে পাঁচকানি গাঁজা বাগানে পাঁচ হাজার গাছ ধ্বংস করে। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস। উল্লেখ্য পরপর গাঁজা বিরোধী অভিযানে ব্যাপকভাবে সাফল্য মধুপুর থানার পুলিশ এবং পুলিশের এই ধরনের অভিযানে গাঁজা মাফিয়াদের মধ্যে এক প্রকার আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

## শনবিল নিয়ে উচ্ছাসিত পর্য্যটক সহ স্থানীয় মাঝিরাও

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১১ নভেম্বর।।** শনবিল নিয়ে উচ্ছাসিত পর্য্যটক সহ স্থানীয় মাঝিরাও।এশিয়ার দ্বিতিয় সর্ববৃহত বিল বলে পরিচিত পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার শনবিল।এ বিলে বৃষ্টির মরশুমে মাছচাষ ও শুকনো মরশুমে বুরোধানের চাষ হয়।তাই স্থানীয়দের কাছে বিলটির গুরুত্ব অপরিসিম।এলাকাবাসী শনবিলকে নিজের মাতৃরূপে মর্য্যদা দিয়ে আসছেন।বৃষ্টির সময়ে বিলে পরিপূর্ণ টইটুম্বুর জল ও প্রাকৃতিক পারবেশ দেখতে ভিড় জমান স্থানীয় সহ দুর দুরান্তরের পর্য্যটকরা। শুধু তাই নয় বিভিন্ন দেশে থেকে পর্যটকরা শনবিলে আসেন।ফলে শনবিলটি এক আকর্ষনীয় পর্য্যটনস্থল।এখানে বর্ষার মরশুমে ঘুরতে গেলে রং বেরঙয়ের মোটর চালিত নৌকাতে করে পর্য্যটকরা পুরো শনবিল ঘুরে দেখেন।কেউ কেউ আবার বিলের জলে ভ্রমণ করতে করতে মনের সুখে গান ধরেন।তবে শনবিলে সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্যটা থাকে পর্যটকদের জন্য মনমুগ্ধকর।কালীবাড়ি ঘাট থেকে দেবদ্বার ঘাট পর্য্যন্ত মাঝিরা ঘন্টাপ্রতি পাঁচক্রশ টাকা করে ভাড়া নিয়ে ছয়ের পাতায় দেখুন

## শহীদ জওয়ানকে শ্রদ্ধা জানালেন ব্যবসায়ীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত আগরতলার দোলেশ্বরের বীর শহীদ সন্তান সুদীপ সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সবজি ব্যবসায়ীরা দোকান খোলার আগে শহীদ বীর সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বীর শহীদ সন্তান সজীব সরকারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে ব্যবসায়ীরা বলেন সরকার দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন। তার রক্তবিন্দু কোনদিনই বৃথা যাবেনা। দেশের প্রতিটি মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা শহীদ পরিবারের লোকদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

## বেসরকারী সংস্থায় কর্মী ছাটাই, প্রতিবাদ বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** রাজধানী আগরতলা শহর দক্ষিণাঞ্চলে এডিনগরে অভিনন্দন এন্টারপ্রাইজের ২৫ জন শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে। গত ৭ নভেম্বর কোম্পানি কর্তৃপক্ষ নোটিশ জারি করে শ্রমিকদের কারখানার কাজে না আসে বলেছে। আচমকা কোম্পানি কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশ পেয়ে শ্রমিকরা অসহায় হয়ে পড়ে।বর্তমান পরিস্থিতিতে কারখানার কাজ করব বন্ধ হয়ে পড়ায় শ্রমিক পরিবারগুলো চরম সংকটের মুখে পড়েছে। সংকটাপন্ন ওইসব শ্রমিকরা বুধবার কোম্পানির গেটে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করে।অবিলম্বে তাদের ওপর থেকে ছাঁটাইয়ের নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে কোম্পানির কাজকর্ম পুনরায় শুরু করার জন্য শ্রমিকরা জোরালো দাবি জানিয়েছে।এভাবে আচমকা কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়া হলে শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ যে চরম অন্ধকারের দিকে ধাবিত হবে তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। একদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে শ্রমিকদের কাজের পরিধি অনেকটাই কমে গেছে।নতুন করে শ্রমিকদের কাজ পাওয়া রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এরইমধ্যে পুরনো কোম্পানি বন্ধ হয়ে পড়ায় শ্রমিক পরিবারগুলো জটিল সমস্যার সম্মুখীন।এ বিষয়ে অসহায় শ্রমিকরা রাজ্য সরকার এবং শ্রম দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা দাবি জানিয়েছে।

## দুই পরিবারের মারপিটের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত পুলিশের জালে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১১ নভেম্বর।।** দুই পরিবারের মারপিটের প্রধান অভিযুক্ত পুলিশের জালে। ধৃত যুবক সোহেল আহমেদ (২৯)।ধৃত যুবককে আজ আদালতে প্রেরণ করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ২১ সেপ্টেম্বর চুড়াইবাড়ি থানা এলাকার অধীন ফুলবাড়ি মুকাম বাজারের ২ নং ওয়ার্ড এলাকায় দুই পরিবারের মধ্যে মারপিট সংঘটিত হয়। তাতে উভয়পক্ষের প্রায় ৯ জন গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় থাকা সকলকে প্রেমতলা দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কদমতলা ও চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। এদিকে হাসপাতালের চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করে ৭ জনের অবস্থা গুরুতর দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। অপর দুজনকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল চিকিৎসা করানো হয়।পরবর্তী সময়ে উভয়পক্ষের ৯ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন।জানা যায়, চুরাইবাড়ি থানাধীন ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছায়াদ আলী গত সেপ্টেম্বরে মাসের মাঝামাঝি চুরাইবাড়ি থানায় নিজ ছেলের নিখোঁজ ডায়েরি করেন। আর নিখোঁজ ডায়েরিতে উল্লেখ করেন ইচাইলালছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাজ উদ্দীন বাড়ি থেকে তার ছেলে সোয়েল আহমেদকে ডেকে নিয়ে যায়। তারপর থেকে ছেলে সোয়েল নিখোঁজ।

অপরদিকে ইচাইলালছাড়া ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাজ উদ্দিন কদমতলা থানায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেন। চুরির মামলায় উল্লেখ করেন, ফুলবাড়ি এলাকার তাহিম উদ্দীন,আসুক উদ্দিন ও আফতাব আলীর বিরুদ্ধে।এমর্মে কদমতলায় থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়। আর দুই পক্ষের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ২১ সেপ্টেম্বর মারপিট সে বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে আসে।পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে সোহেল আহমেদ ছয়ের পাতায় দেখুন

## শহীদ স্মরণে




## মৎস্য চাষিদের আয় বাড়াতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে ঃ মৎস্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** পদ্মবিল ব্লকের দয়ামণি এডিসি ভিলেজের ছনখলা বাজারে আজ নবনির্মিত মৎস্য বিপনন কেন্দ্রের দ্বারোদঘাটন করেন মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা।

মৎস্য বিপনন কেন্দ্রের উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী বলেন, মৎস্য বিক্রেতাদের সুবিধার্থে সারা রাজ্যে গত দু'মাসে ১১টি মৎস্য বিপনন কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রতিটি মৎস্য বিপনন কেন্দ্র তৈরিতে ব্যয় হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা করে। তিনি বলেন, মাছচাষের মাধ্যমে মৎস্যচাষিদের আয় বাড়ানোর জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কম জায়গায়, কম খরচে অধিক মাছ উৎপাদনের জন্য বায়োফ্লক ফিস কালচার পদ্ধতিতে মাছচাষে মৎস্যচাষিদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই পানিসাগর এবং বিশ্রামগং' ফিসারি 'নকেন্দ্র খোলা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরা মাছ উৎপাদনে সয়ম্ভর হতে পারবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন গয়ামণি এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান রাজেশ দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের খোয়াই জেলা অফিসের উপঅধিকর্তা ক'ষ্ণহরি ত্রিপুরা।

## রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে দাবী সনদ পেশ আমরা বাঙালী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** রাজধানী আগরতলা শহরের শিবনগর কলেজ রোডে আমরা বাঙালি দলের অফিস কক্ষে বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সম্পাদক বলেন, ত্রিপুরা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাঙালিদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং বাঙ্গালীদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে দাবি সনদ পেশ করা হয়েছে।দলের রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ পাল অভিযোগ করেছেন বেশ ছয়ের পাতায় দেখুন

# জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মাধ্যমে রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল পৌঁছে দিতে একটি অভিনব প্রয়াস গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাবম রেলস্টেশনে লাইফলাইন এ'প্রেসের শুভ সূচনা করেছিলেন। এই প্রজেক্টে ট্রেনেই একটি হাসপাতালের অত্যাধুনিক পরিষেবার ব্যবস্থাপনা করা হয়, যেখানে অস্ত্রোপচারসহ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুবিধে রয়েছে। সম্পতি আমবাসা রেলস্টেশনে লাইফলাইন এক্সপ্রেসের মাধ্যমে জনগণকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। গত ৪ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত আমবাসা রেলস্টেশনে উপস্থিত চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীরা চোখের ছানির অস্ত্রোপচার, কানের অস্ত্রোপচার, প্লাস্টিক সার্জারি, দন্ত চিকিৎসা, ক্যান্সার শনাক্তকরণ করেন।

একমাসব্যাপী লাইফলাইন এক্সপ্রেসে বহির্বিভাগে ৩,০৭৫ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ১,৮০২ জন চোখের রোগীর বহির্বিভাগে চিকিৎসা করা হয়, চোখের ছানির অ'োপচার হয়েছে ১৫২ জনের, চশমা বিতরণ করা হয়েছে ১,০১৮ টি, কানে অস্ত্রোপচার হয়েছে ৫৯জনের, শ্রবণ করার মাধ্যম বা হিয়ারিং এড প্রদান করা হয়েছে ১৭৬ টি, প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছে ১৩ জনের, অর্থোপেডি' সার্জারি করা হয়েছে ৬ জনের, দন্ত চিকিৎসা হয়েছে ৫৪১ জনের, অসংক্রামক রোগের পরীক্ষা হয়েছে ২,৬৮৮ জনের, 'ীরোগ ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষা হয়েছে ১০১ জনের। সাবমসহ দুটি লাইফলাইন এ'প্রেসে বহির্বিভাগে মোট ৫,৫৮৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ৩,৩৬২ জন চোখের রোগীর বহির্বিভাগে পরীক্ষা করা হয়েছে, চোখের ছানির অস্ত্রোপচার হয়েছে ২৯৭ জনের, চশমা বিতরণ করা হয়েছে ১,৮১১ টি, কানে অ'োপচার করা হয়েছে ৮০ জনের, শ্রবণ করার মাধ্যম বা হিয়ারিং এড প্রদান করা হয়েছে ৩৪৫ টি, প্লাস্টিক সার্জারি করা হয়েছে ২২ জনের, অর্থোপেডি' সার্জারি করা হয়েছে ১১ জনের, দন্ত চিকিৎসা হয়েছে ৯২০ জনের, অসংক্রামক রোগের পরীক্ষা হয়েছে ৪, ৯৪৯ জনের, স্তন ক্যান্সার পরীক্ষা করা হয়েছে ২২৫ জনের।

এই কর্মসূচি সফল করার জন্য প্রায় ৯০০ জন আশাকর্মী বাড়ি-বাড়ি পরিদর্শন করে রোগীদের নির্দিষ্ট দিনে লাইফলাইন এস্কপ্রেসের সুবিধা নিতে তাদের সেখানে পাঠানোর উদ্যোগ নেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব ডা. কে রিয়াং এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

## শ্রম আধিকারীককে ডেপুটেশন মিল শ্রমিক ইউনিয়নের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** ত্রিপুরা মিল শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দুই দফা দাবিতে শ্রম আধিকারিকের কার্যালয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শ্রমিকদের মধ্যে অবিলম্বে পুজো অনুদান মিটিয়ে দিতে হবে।ডেপুটেশন প্রদানকালে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন শ্রমদপ্তর এর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলোচনার সময় পুজোর বোনাস দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রমিকদের বা অনুদান এখনো পর্যন্ত মিটিয়ে দেওয়া হয়নি। তাতে মিল শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।অবিলম্বে মিল শ্রমিকদের পুজো অনুদান মিটিয়ে না দেওয়া হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।গ্রহণ করা হয়েছিল সে সিদ্ধান্ত মিল মালিকরা। সে কারণেই তারা সমাজের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছে। অবিলম্বে মিল শ্রমিকদের পূজা অনুদান মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়েছে।অন্যথায় তাদের সামনে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা নেই বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেছে।

## টাকারজলার শ্যামনগরে প্রচুর গাঁজা ধ্বংস করল পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** টাকার জলা থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শ্যামনগর এলাকা থেকে প্রচুর গাজার চারা ধ্বংস করেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে শ্যামনগর ও পার্শবর্তী এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজা চাষ হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে টাকার জলা থানার পুলিশ শ্যামনগর এলাকায় হানা দেয়। ওই এলাকায় হানা দিয়ে প্রায় আড়াই কানি জমিতে গাজা ছাড়া ধ্বংস করেছে পুলিশ।অফিসার এ অংশগ্রহণকারী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে গাঁজা চাষ করছে।সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। অভিযান চালাতে গিয়ে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে গাঁজা চাষ হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শ্যামনগর এলাকায় আড়াই কানি জমিতে গাজা ছাড়া ধ্বংস করা হলেও এই গাঁজা চাষের সঙ্গে যুক্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ সত্ত্বেও একাংশের অতি মুনাফালোভী মানুষজন ঝুঁকি নিয়ে গাঁজা চাষ করে চলেছে।গাঁজা চাষ অধিক লাভজনক হওয়ায় ঝুঁকি নিয়েই একাংশের মানুষ গাঁজা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ত্রিপুরার মাটিতে উৎপাদিত গাজা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে পাচার হচ্ছে।রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন গাঁজা চাষ বন্ধ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালিয়ে আসে।কিন্তু সরকার ও প্রশাসনের কঠোর মনোভাব কে উপেক্ষা করেই অতি মুনাফালোভী গাজা চাষ অব্যাহত রেখেছে।

## বিশালগড়ে নেশা কারবারী গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ নভেম্বর।।** নেশা কারবারে যুক্ত পলাতক এক আসামীকে গ্রেফতার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। আটক নেশা কারবারের নাম মামুন হোসেন। বিশালগড় এর নিচের বাজার থেকে তাকে আটক করা হয়েছে।২০১৯ সালে তার বিরুদ্ধে এন ডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়। বিশালগড় থানার পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে তাকে খোঁজ ছিল। গ্রেপ্তার এড়াতে মামুন হোসেন নামে ওই নেশা কার্বারিল পালিয়ে বেড়াচ্ছি ল। আজ সে বিশাল ঘরের নিচের বাজারে ঘোরাফেরা করছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। সেই খবরের ভিত্তিতে বিশাল ঘরের নিচের বাজার থেকে তাকে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে সে নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে।নেশাজাতীয় ফেনসিডিল কফ সিরাপ ট্যাবলেট সহ অন্যান্য সামগ্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচারের সঙ্গে জড়িত সে।

## পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত চার যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/চড়িলাম, ১১ নভেম্বর।।** বাইক এবং বালুবোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুজন অর্থাৎ বাইক চালক এবং আরোহী,এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিলোনিয়ার হল চৌমুহনী এলাকায় বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ।বিলোনিয়ার শহরের দিক থেকে আসছিল বালু বোঝাই লরি এবং অপর দিক থেকে অর্থাৎ বিদ্যাপীঠ কর্নারের দিক থেকে শহরের দিকে যাচ্ছিল এক বাইকে করে দুই যুবক। কিন্তু বিলোনিয়ার হল চৌমুহনী এলাকায় আসতেই সেখানে বাইক এবং বালু বোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্শ ঘটে। এতে উক্ত দুই বাইক আরোহী, অর্থাৎ অমিত সাহা এবং রোহিত রায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা যায় বাইক চালক এর অসাবধানতার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে।অমিত সাহা(১৭),বাইক চালাচ্ছিল,আর রোহিত রায়(২০) পেছনে বসা ছিল।তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়ার ফায়ার সার্ভিসে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহত ২ জনকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। এর মধ্য থেকে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাকে পরবর্তী সময়ে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানকার চিকিৎসকরাও তার অবস্থা বেগতিক দেখে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করে। ঠিক আছে অপর একজন এর চিকিৎসা বিলোনিয়া হাসপাতালে চলছে।

ফিল্মি কায়দায় বাইক চালাতে গিয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে দুই যুবক। বুধবারদ দুপুরে ঘটনা বিশালগড় থানাদিন নৌকা ঘাট সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় আগরতলা থেকে উদয়পুর যাওয়ার পথে সিপাহীজলা নৌকাঘাটে দুই বাসের মাঝখানে দিয়ে ওভারটেক করতে গিয়ে ছিটকে পড়ে রাস্তার মাঝখানে। প্রত্যক্ষদর্শিরা বিশালগড় দমকল বাহিনীকে খবর দিলে দমকলের কর্মীরা ছুটে গিয়ে আহত দুই যুবককে বিশালগড় মহাকুমা ছয়ের পাতায় দেখুন

# ভারতে ৮৬-লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,২৭,৫৭১

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): ফের লাফিয়ে বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যাও। সুস্থতাও স্বস্তি দিচ্ছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮৬-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৬,৩৬,০১২-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৪,২৮১ জন।

বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,২৭,৫৭১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৫০, ৩২৬ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৮০,১৩,৭৮৪ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৬৫৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৬,৫৫৭ জন।

১০ নভেম্বর (মঙ্গলবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৫৩,২৯৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ১১,৫৩,২৯৪টি স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৪৪,২৮১টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত দেশে ১২,০৭,৬৯,১৫১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

## ভারতে সুস্থতা বেড়ে ৯২.৭৯ শতাংশ ১২ কোটি ছাড়াল করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১২ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১২,০৭,৬৯,১৫১-এ পৌঁছে গেল। একইসঙ্গে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১১.৫৩ লক্ষের বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ নভেম্বর (মঙ্গলবার সারা দিনে) ভারতে ১১,৫৩,২৯৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১২, ০৭,৬৯,১৫১টি ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।